এ মিড্‌সামার-নাইটস্‌ ড্রীম

সংকলন ও সম্পাদনা
উৎপল দত্ত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
খালেদ চৌধুরী

অঙ্কনশিল্পী
প্রণবকুমার শূর

মুদ্রণ
শ্রীঅজিত কুমার সাউ
রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

দাম—৩'০০

একমাত্র পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশনা
লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ।

ভূমিকা

পরীরাজ্যের তথ্যগুলো শেক্স্পিয়ার পেলেন কোত্থেকে? সে যুগের একখানা জনপ্রিয় গ্রন্থ "হুয়ন অফ বর্দো"-তে' ওবেরন ও তাঁর অশরীরী সাম্রাজ্যের আনুপূর্বিক বিবরণ আছে। "টিটানিয়া" নামটি এসেছে অভিদ থেকে; অভিদ কথাটা ব্যবহার করেছিলেন ডায়নার জন্য যে "টিটান"-এর ঔরসে তাই বোঝাতে। কিন্তু ওয়ারউইকশায়ার থেকে আগত এক সরল স্বল্পশিক্ষিত কবির মনে ছেলেবেলার উপকথার প্রভাবই সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত। স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে শটারি যেতে পায়ে চলা পথের দুপাশে গভীর অরণ্য পড়ে। এই পথে যেতেন শেক্স্পিয়ার এ্যান হ্যাথাওয়েকে প্রেম নিবেদন করতে। গ্রামের মানুষ মানসচক্ষে দেখত এই অরণ্যে শত শত পাক্ আর পরীর আড্ডা। কিন্তু তারাও একরকমের মানুষ, অমানুষিক মানুষ। দুষ্টু ছেলের মতন। আকারে তারা ক্ষুদ্র। ব্যবহারে ছন্নছাড়া। শেকস্পিয়ার-এর পরীরা ভিন্ন বস্তু। মানব মনের রহস্যঘেরা অবচেতনের অধিবাসী। তারা জীবন্ত কবিতা।

"মিড্সামার নাইটস্ ড্রীম" রাজদরবারে অভিনয়ের জন্য লিখিত। উপলক্ষ্য কোনো এক রাজকীয় বিবাহ। উপস্থিত ছিলেন রাণী এলিজাবেথ। তাই এতে নাচ আর গান, ঝলমলে পোষাক, দরবারোচিত শরাফৎ আর আদব কায়দা কাব্য আর ভাঁড়ামির এলোমেলো সংমিশ্রণ। গ্রীনউইচ্ এ গ্লোরিয়ানা প্রাসাদে যে স্বল্পবুদ্ধি বড়লোকেরা মিলিত হতেন নাটক দেখতে তাদের রুচি অনুযায়ী রচিত। অবশ্য তাঁদের সীমিত উপলব্ধিকে এড়িয়ে সে যুগের এংরি ইয়ং ম্যান উইল শেকস্পিয়ার আয়েস করে তাদের মুখে ঘুঁষির পর ঘুঁষি বসিয়েছেন, কাব্যছটায় বিভ্রান্ত অভিজাতরা বুঝতেই পারেন নি। মনে রাখতে হবে ডিমিট্রিয়াস যে হেলেনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার কারণ ওবেরনের নীল ফুল নয়। রোমিওর রোজেলাইন ত্যাগের মতনই তা অনির্দিষ্ট। চার প্রেমিকার হট্টগোলের জন্য সত্যই কি নীল ফুলের প্রয়োজন? না মানুষ সত্যিই ভীষণ বোকা?

বটম-এর গাধা হয়ে যাওয়ার পেছনে যে সামাজিক তাৎপর্য তা দিবালোকের মতন স্পষ্ট। কিন্তু কেন যে তা আমাদের এমন গভীরভাবে নাড়া দেয় তার কারণ চট করে বোঝা যায় না। এটুকুই বলা যেতে পারে গ্রীক এবং ভারতীয় পুরাণ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত কামাখ্যা পাহাড়ে ভেড়া করে

রেখে দেয়ার নামে আমরা এক অজ্ঞাত অনির্দিষ্ট আশংকায় (নিজের অজ্ঞাত-সারেই) বিচলিত হই ; সেই মধ্যযুগে ভ্যাসেঁা দ্য বোভে লিখিত "স্পেকুলুম হিস্তোরিয়ালে" গ্রন্থে পোপ চতুর্থ বেনেদিক্ত্-কে গাধার মাথা বিশিষ্ট ভালুক-দেহী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল, কারণ জীবদ্দশায় পোপ বেনেদিক্ত্ পশুর মতন জীবন যাপন করেছিলেন। আর আমাদের কালে ইয়োনেস্কো মানুষের গণ্ডার হয়ে যাওয়ার কাহিনী লিখে সে অনির্দিষ্টকে খোঁচা মেরে আমাদের ভাবিয়ে তুলেছেন।

শেক্স্পিয়ার-এর ক্যালিবানও শুধুই একটা দানব নয়। হলে রেগাঁ ক্যালিবানকে নিয়ে আস্ত আর একখানা নাটক ফাঁদতেন না। রেগাঁর ক্যালিবান বলছে ; "জনতা যখন বুঝতে পারবে যে শাসকশ্রেণী কুসংস্কারের সাহায্যে তাদের ওপর আধিপত্য করছে, তখন তুমি দেখবে এতকালের প্রভুদের ভীষণ পরিণাম। যে নরকের কথা বলে ওরা আমাদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল সেই নরকের কোনদিন অস্তিত্বই ছিল না।" রেগাঁ ক্যালিবানের মধ্যে যা দেখেছিলেন ওয়েল্স্ মরলক্দের মধ্যেই ঠিক তাই দেখেছিলেন।

সব মানুষের অতীত এক ছায়াঘেরা অজানিতের রাজ্য। বটম সেই রাজ্যের অধিবাসী। তাই সে হাস্যকর নয়, ভয়াবহ।

—উৎপল দত্ত

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমিয় বিশ্বাসকে ধন্যবাদ জানাই। জানাই অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরকে। "চতুরংগে" এ অনুবাদটি ছাপা হয়েছিল।

শেক্‌স্‌পিয়ার চতুর্থ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক মিনার্ভা নাট্যশালায় অভিনীত। [২৭ শে এপ্রিল ১৯৬৪]

প্রথম রজনীর কুশীলবগণ

পরীরা

ওবেরন	শান্তনু ঘোষ
টিটানিয়া	শোভা সেন
পাক	সমর নাগ
প্রথম পরী	মণীষা সরকার
দ্বিতীয় পরী	সীমা বক্‌সী
তৃতীয় পরী	মিত্রা বক্‌সী
চতুর্থ পরী	স্বাতী বক্‌সী

অভিজাতরা

থিসিয়াস	অরুণ রায়
হিপোলিটা	ছন্দা চট্টোপাধ্যায়
ইজিয়াস	সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
লাইস্যাণ্ডার	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিমিট্রিয়াস	অমি গুপ্ত
হার্মিয়া	নীলিমা দাস
হেলেনা	গীতা সেন
ফিলোষ্ট্রাটে	অরূপ বক্‌সী

শ্রমিকরা

কুইনস্‌	অরবিন্দ চক্রবর্তী
বটম	উৎপল দত্ত
ফ্লুট	বীরেশ্বর সরখেল
স্নাউট	দেবেশ চক্রবর্তী
স্টার্ভলিং	সুজিত গুপ্ত
স্নাগ্‌	ইন্দ্রজিত সেন

পরিচালনা	উৎপল দত্ত
আলোক	তাপস সেন
দৃশ্যসজ্জা	নির্মল গুহরায়
সংগীত	মেণ্ডেলসন থেকে গৃহীত
মঞ্চ ব্যবস্থা	বীরেশ্বর সরখেল

। প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য । এথেন্স নগরী । রাজপ্রাসাদ ।

থিসিয়াস, হিপোলিটা, ফিলোষ্ট্রাটে এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ

থিসিয়াস । সুন্দরী হিপোলিটা, আমাদের বিবাহের মুহূর্ত আসন্ন ।
আর মাত্র চারদিন পরে দেখা দেবে নূতন চাঁদ ।
তবু মনে হয় এই কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র যেন
বড় ধীরে নিচ্ছে বিদায় ; কামনা ফুরিয়ে গেছে,
তবু বারাংগনা বা বিগত যৌবনা ললনার মতন
আঁকড়ে রয়েছে আমায়, যুবক প্রেমিকের টাকা শুষে নিয়ে
তবে দেবে ছুটি ।

হিপো । দেখতে দেখতে চারটে দিন
বিলীন হবে রাতের আঁধারে । স্বপ্ন দেখে কেটে যাবে
চার রাত্রির ব্যবধান । তারপর দেখা দেবে
রূপোর বাঁকা ধনুর মতন ছোট্ট নূতন চাঁদ,
আসবে সেই উৎসব-রজনী ।

থিসিয়াস । যাও ফিলোষ্ট্রাটে ।
হৈ হুল্লোড়ে মাতিয়ে তোলো নগরীর যত যুবকদের,
জাগিয়ে তোলো লঘুছন্দ আনন্দের স্বপনচারীদের,
চিতায় তুলে পুড়িয়ে দাও দুঃখব্যথা যত ।
ম্লানমুখের দরকার নেই, মানাবে না এই উৎসবে ।

[ফিলোষ্ট্রাটে-র প্রস্থান]

হিপোলিটা, প্রেম নিবেদন করেছি তোমায় তরবারির জোরে,
আঘাত হেনে,জয় করেছি তোমার ভালবাসা ।

কিন্তু এবার অন্য সুরে বাঁধবো তোমায় জীবনডোরে,
উৎসব আর উল্লাসে।

[ইজিয়াস, হার্মিয়া, লাইস্যাণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াস্-এর প্রবেশ]

ইজিয়াস। এথেন্স্—অধিপতি থিসিয়াসের কুশল হোক।
থিসিয়াস। ধন্যবাদ সজ্জন ইজিয়াস, কি সংবাদ তোমার?
ইজিয়াস। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আমি, নালিশ আছে
আমার কন্যা হার্মিয়ার বিরুদ্ধে।
ডিমিট্রিয়াস, এগিয়ে এস। প্রভু, এই যুবকের সংগে
আমার কন্যার বিবাহ হোক এ-ই আমার ইচ্ছা।
এগিয়ে এস লাইস্যাণ্ডার; হে রাজন,
এই ব্যক্তি ইন্দ্রজালে জয় করেছে আমার কন্যার অন্তর।
তুই, তুই লাইস্যাণ্ডার—আমার মেয়েকে কবিতা লিখে পাঠাস,
প্রেমের উপহার আদান-প্রদান করেছিস কতবার।
চাঁদনি রাতে হার্মিয়ার জানালায় গেয়েছিস কত গান,
গলাটাকে ন্যাকা-ন্যাকা করে প্রেমের কথায় প্রেমের-সুর
গেয়েছিস বহুবার! স্বপ্ন-দেখা মুগ্ধ মেয়ের মন করেছিস হরণ—
দিয়েছিস তাকে নিজের মাথার কয়েকগাছা চুল, আংটি,
শস্তা গয়না, টুকিটাকি, শখের জিনিস, ফুলের তোড়া,
হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি—কোমলপ্রাণা বাচ্চা মেয়ের চোখে
এই সবই হোলো বৃন্দাদূতীর মতন।
চাতুরী তোর গ্রাস করেছে হৃদয় আমার মেয়ের,
তাই বাপের কথা শোনে না আর, হয়েছে একগুঁয়ে।
মহান অধিপতি, সাফ কথা বলুক আমার মেয়ে
ডিমিট্রিয়াস-কে করবে কিনা বিয়ে। নইলে
এথেন্স্-এর সেই পুরোণো আইনে করুন এর বিচার—
মেয়ে আমার সম্পত্তি, যেমন ইচ্ছা তেমন বিলোবো,
এই ছেলেকে দান করবো, কার বাপের কি?
নইলে দিন মৃত্যুদণ্ড হার্মিয়াকে, আইনে তাই আছে বিধান।
থিসিয়াস। হার্মিয়া কি বলো? ভেবে দেখ সুন্দরী,

পিতা হোলো সাক্ষাৎ ভগবান। তোমার ঐ রূপ
সৃষ্টি করেছেন পিতা ; পিতার হাতে তুমি মোমের পুতুল,
নিজেই গড়েছেন, নিজেই পারেন দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করে দিতে।
আপত্তি কেন ? ডিমিট্রিয়াস যোগ্য পাত্র।

হার্মিয়া। লাইস্যাণ্ডার—ও।

থিসিয়াস। মানছি সেটা। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে,
লাইস্যাণ্ডার হয়েছে তোমার পিতার বিরাগভাজন,
তাই ডিমিট্রিয়াসের যোগ্যতা ঢের বেশি।

হার্মিয়া। পিতা কেন দেখতে চান না আমার চোখ দিয়ে ?

থিসিয়াস। তুমিই বা কেন দেখতে পাও না পিতার বুদ্ধি নিয়ে ?

হার্মিয়া। মিনতি করছি মহান অধিপতি ক্ষমা করুন আমায়।
জানি না কি আশ্চর্য পুলকে হয়েছি লজ্জাহীন,
জানি না কোথায় গেল নারীর বিনয়,
কোন সাহসে এই সভায় নিভৃত চিন্তা আমার করছি প্রকাশ।
তবু বলুন কি হবে চরম শাস্তি আমার
যদি ডিমিট্রিয়াস-কে করি প্রত্যাখ্যান।

থিসিয়াস। হয় মৃত্যুদণ্ড, আর নয়তো চিরকুমারীর ব্রত।
তাই, রূপসী হার্মিয়া, ভাল করে ভেবে দেখ কি তুমি চাও।
তোমার যৌবন, তোমার উত্তপ্ত রক্ত, কামনা-বাসনা রাশি
সইতে কি পারবে তারা সন্ন্যাসিনীর চিবর ?
পারবে মাথায় নিতে ? রাত কাটাবো বন্ধ্যা চাঁদের পানে
মঠের অন্ধ কারায় রুদ্ধ তাপসী নারীর জীবন
পারবে মাথায় নিতে ? রাত কাটাবে বন্ধ্যা চাঁদের পানে
অস্ফুট মন্ত্র করে উচ্চারণ ? যারা পেরেছে সব চাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে
চিরকুমারীর তীর্থযাত্রায় জীবনটাকে বাঁধতে
স্বর্গসুখ হয়তো তাদের পুরস্কার।
কিন্তু হাসিকান্নার এই জগতে কাঁটার বৃন্তে ঝরে যাওয়া
কুমারী ফুলের চেয়ে ঢের বেশি সুখী
আঘ্রাত গোলাপ। একাকী ফুটেছে যে ফুল,
একাকী যে গেছে মরে কোথায় পরিপুর্ণতা তার ?

হার্মিয়া। একাকীই ফুটবো প্রভু, ঝরে যাবো একাকী
তবু নেব না কাঁধে পিতার অন্যায় আদেশের জোয়াল,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেব না কাউকে আমার কুমারী দেহের স্বাদ।

থিসিয়াস। সময় নাও, বিবেচনা করো শুক্লপক্ষের আগমনে
আমার বাকদত্তা হবেন আমার জীবনসংগিনী
সেইদিন চাই উত্তর—হয় নেবে প্রাণদণ্ড পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনের দায়ে,
অথবা ডিমিট্রিয়াস-কে করবে বরণ পিতার আদেশ মেনে,
অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত নেবে
ডায়না দেবীর মন্দিরে।

ডিমিট্রিয়াস। জিদ ছেড়ে দাও, হর্মিয়া! আর লাইস্যাণ্ডার,
আমার অধিকার মেনে তোমার পাগলের দাবী প্রত্যাহার করো।

লাইস্যাণ্ডার। ওর পিতা তোমাকে ভালবাসেন, ডিমিট্রিয়াস,
আবার হার্মিয়ার ভালবাসায় ভাগ বসাচ্ছো কেন?
তুমি বরং ওর পিতাকেই বিয়ে করো।

ইজিয়াস। উদ্ধত লাইস্যাণ্ডার! হ্যাঁ, ডিমিট্রিয়াস আমার প্রিয়পাত্র।
প্রিয়পাত্রকেই দিয়ে যাবো আমার সর্বস্ব।
আমার কন্যা আমার—স্থাবর অস্থাবরের সংগে কন্যাও
ডিমিট্রিয়াসেই বর্তাবে।

লাইস্যাণ্ডার। কেন হুজুর? আমার বংশগৌরব বা টাকাকড়ি
ওর চেয়ে কম কিসে? ওর চেয়ে ঢের বেশি আমার ভালবাসা।
আর এই সব ভুয়ো দম্ভের চেয়ে বড় যোগ্যতা আমার—
সুন্দরী হার্মিয়া আমায় ভালবাসে।
তবে আমার অধিকার খাটাবো না কেন?
ঐ ডিমিট্রিয়াস সম্বন্ধে এইটুকু বলবো—প্রেম নিবেদন করেছে সে
ইতিপূর্বে মেডার-কন্যা হেলেনা-কে।
সে বেচারী প্রাণমন দিয়ে প্রতিমা গড়ে ভালবাসে পুজো করে
এই চরিত্রহীন বিশ্বাসঘাতককে।

থিসিয়াস। স্বীকার করছি ব্যাপারটা কিছু কিছু শুনেছি।
রোজই ভাবি ডিমিট্রিয়াস-কে ডেকে বলবো দুচার কথা।
কিন্তু কাজে কর্মে আর হয়ে ওঠে না। এবার যখন পাওয়া গেছে

ডিমিট্রিয়াস এস, তুমিও এস ইজিয়াস, আমার সংগে এস।
একান্তে বসে তোমাদের কিছু শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন।
আর রূপবতী হার্মিয়া, খুব সাবধান, চপল চটুল খেয়ালগুলোকে
পিতার পায়ে বিসর্জন দাও।
অন্যথায় এথেন্স্ নগরীর আইনে তুমি দণ্ডার্হ,
কোনোমতেই সে আইনের হবেনা নড়চড়—
হয় মৃত্যু, না হয় চিরকুমারীর ব্রত।
এস হিপোলিটা, একি, মুখ আঁধার কেন?
এস ইজিয়াস!

ইজিয়াস। প্রভুর আদেশ আনন্দের সংগে শিরোধার্য।

[লাইস্যাণ্ডার ও হার্মিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

লাইস্যাণ্ডার। কি হয়েছে হার্মিয়া? মুখ বিবর্ণ কেন?
গালের গোলাপী আভা এত শীঘ্র কেন লীণ?

হার্মিয়া। অনাবৃষ্টিতে মনের গোলাপ ঝরে গেছে লাইস্যাণ্ডার,
এখন অশ্রুরাশি ছাড়া কোথাও রস নেই।

লাইস্যাণ্ডার। যা পড়েছি, যা শুনেছি, ইতিহাসে কাব্যে গল্পে,
সবেতেই দেখি শুধু প্রেমের সর্পিল গতি।
কিন্তু গল্পেও একটা কারণ থাকে—হয় বংশের গরমিল,—

হার্মিয়া। উচ্চবংশের গরিমায় দরিদ্রকে প্রত্যখ্যান—

লাইস্যাণ্ডার। অথবা বয়সের পার্থক্য—

হার্মিয়া। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা—

লাইস্যাণ্ডার। অথবা খল বন্ধুর ঘটকালিতে বিবাহ হওয়ার ফলে—

হার্মিয়া। অন্যের নির্বাচিত স্বামীর পায়ে প্রেম ঢালতে হবে?
এ অবিচার!

লাইস্যাণ্ডার। আরো দেখেছি, যেখানে প্রকৃত ভালবাসা বিকশিত হয়েছে
সেখানেও এসেছে যুদ্ধ, মৃত্যু আর ব্যাধির অবরোধ;
প্রেম হয়েছে ক্ষণস্থায়ী—একটা ধ্বণির মতন। তারপর—
নিমেষের মধ্যে আকাশ ভেঙে, পৃথিবী কাঁপিয়ে,
মানবকণ্ঠে একটি কাতরোক্তি উত্থিত হওয়ার আগেই,

অন্ধকারের মুখের বিবরে লুপ্ত হয়েছে প্রেম।
সব উচ্ছলতার এই সমাপ্তি।

হার্মিয়া। প্রেমিক মাত্রেরই যদি এত বাধা আর বিপত্তি
তবে তো এ অদৃষ্টের অলঙ্ঘ্য বিধান।
তবে এস শত দুঃখেও ধরি ধৈর্য।
প্রেমের উন্মেষমাত্র যেমন আসে ভাবনার রাশি
যেমন আসে স্বপ্ন আর দীর্ঘশ্বাস, আশা আর আনন্দাশ্রু,
মানুষের অসহায় প্রেমের যারা চিরসাথী,
তেমনি আসুক বিরহ, চিরকাল যেমন এসেছে।

লাইস্যাণ্ডার। ঠিক ধরেছ। এবার আমার কথা শোনো, হার্মিয়া,
আমার এক মাসী আছেন, বিধবা,ধনী, সন্তানহীন।
তাঁর গৃহ এথেন্স্ থেকে সাড়ে দশ ক্রোশ দূরে।
আমাকেই তিনি করেন স্নেহ নিজের ছেলের মতন।
ঐখানে প্রিয়া হার্মিয়া, বিয়ে হবে আমাদের ;
রাজধানীর খরশান আইনের নাগালের বাইরে।
যদি আমায় ভালবাসো তুমি, তবে কাল নিশুত রাতে
পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পালিয়ে যেও বনে- -
সেই যেখানে হেলেনার সাথে মে-মাসের এক প্রভাতকে
জানিয়েছিলে প্রণাম। সেইখানে থাকবো আমি।

হার্মিয়া। প্রিয়তম লাইস্যাণ্ডার।
কন্দর্পের পুষ্পধণু সাক্ষী আমার
তাঁর সোনার তীর আমার দিব্যি, শপথ করছি
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধেন যিনি সেই ভিনাস দেবীর বাহন
শুভ্রকপোতের নিষ্পাপ নামে—
দূরে সমুদ্রবক্ষে ট্রোজান প্রেমিকের জাহাজ দেখে
কার্থেজ-অধীশ্বরীর বুকে জ্বলেছিল যে পুণ্যপ্রেমের বহ্নি
সেই হোমাগ্নি ছুঁয়ে করছি শপথ—
যে অসংখ্য প্রেমের প্রতিজ্ঞা আজ পর্যন্ত ভেঙেছে পুরুষ
নানা দেশে নানা কালে ; তার নামে করছি শপথ—
কালকে যথাসময়ে যথাস্থানে আসবো তোমার কাছে।

লাইস্যাণ্ডার। কথা দিয়েছ, খেলাপ কোরোনা যেন। ঐ দেখ হেলেনা আসছে।

[হেলেনা-র প্রবেশ]

হার্মিয়া। আয় আয় সুন্দরী হেলেনা, কোথায় চলেছিস ?

হেলেনা। সুন্দরী বলছো আমায় ? বলো না, ফিরিয়ে নাও কথা।
ডিমিট্রিয়াস-এর চোখে তুমিই একমাত্র সুন্দর।
তোমার চোখ চুম্বকের মতন টানে ওকে; তোমার কথা
গান হয়ে ওঠে দোয়েল-শ্যামার বুজনকে মানায় হার।
শস্য যখন শ্যামল হয়, কাশের বনে শাদার মেলা,
শুনেছি তখন অসুখবিসুখ ছোঁয়াচে হয়। চেহারা কেন
ছোঁয়াচে হয় না হার্মিয়া ? তোর রূপটা আমায় লাগেনা কেন ?
তোর চোখ আমার হয় না ? তোর গলার গানগুলো সব
আমার গলায় বসে না ? জগৎটা যদি আমার হোতো,
ডিমিট্রিয়াস-এর মন পেতে সব দিতাম তোকে,
বিনিময়ে তোর চেহারা আমার যদি হোতো।
শেখা না আমাকে হার্মিয়া, কি করে রূপ মেলে ধরিস,
কি কৌশলে তুই ডিমিট্রিয়াসের হৃদয় নিয়ে খেলিস।

হার্মিয়া। কি জানি, হেলেনা, আমি চোখ রাঙাই, তবু ভালবাসে।

হেলেনা। আমি যে হেসেও আনতে পারিনা পাশে !

হার্মিয়া। আমি দিই অপমান, তবু দেয় ভালবাসা।

হেলেনা। আমি প্রার্থনা করি তবু যে পোরেনা আশা।

হার্মিয়া। যতই ঘৃণা করি, ততই কাছে আসে।

হেলেনা। যতই কাছে যাই, ততই ঘৃণায় হাসে।

হার্মিয়া। ও মজে গেছে, হেলেনা, আমার দোষ নেই।

হেলেনা। দোষ আছে তোর রূপ—সে দোষ আমার কেন নেই ?

হার্মিয়া। আর ভাবিস নে, আমার মুখ আর ও দেখতে পাবেনা।
লাইস্যাণ্ডার আর আমি পালাবো এখান থেকে।
লাইস্যাণ্ডারের সংগে যখন দেখা হয়নি, এই এথেন্স্
ছিল আমার স্বর্গ। তবেই দেখ্ আমার প্রেমে আছে কি জিনিস,
সেই স্বর্গ নরক হয়েছে, অমৃত আজ বিষ।

লাইস্যাণ্ডার। হেলেন, তোমায় বলছি খুলেঃ কাল রাতে চাঁদ যখন বনের পুকুরে
দেখবে নিজের রূপোলী মুখ জলের মুকুরে,
ছুঁইয়ে দেবে মুক্তোবিন্দু মাঠের ঘাসে ঘাসে,
অন্ধকারে পালাবো আমরা চিরমুক্তি আশে,
নগর-প্রাকার পেছনে ফেলে নিঃশব্দে চুপিসারে।

হার্মিয়া। আর বনের মধ্যে সেই যেখানে তুই আর আমি
শিউলি ফুলের যে বিছানায় কাটিয়েছি রাত
মনের কথা বলেছি তোকে রেখে হাতে হাত
সেইখানেতে লাইস্যাণ্ডার দেবে গলায় হার
চলে যাব দুজনেতে ; ফিরবো নাকো আর।
খুঁজে নেব নূতন পড়শী, বন্ধু নূতন দেশে—
বিদায় বন্ধু চললাম এবার অজানাতে ভেসে।
ভগবান করুন যেন ডিমিট্রিয়াস-কে তুই পাস ;
লাইস্যাণ্ডার, কথা রেখো, ছিঁড়ে দাও বাহুপাশ ;
কাল মাঝরাতের আগে আর হবে নাক' দেখা
অ-দেখার ক্ষুধা থাকুক প্রেমের চোখে লেখা।

লাইস্যাণ্ডার। তাই হোক হার্মিয়া।

[হার্মিয়ার প্রস্থান]

হেলেনা, বিদায়।
তোমার প্রাণ-ভরা ভালবাসার প্রতিদান দেয় যেন
ডিমিট্রিয়াস !

[লাইস্যাণ্ডার-এর প্রস্থান।]

হেলেনা। কারুর পৌষমাস কারুর ভীষণ সর্বনাশ।
রূপের খ্যাতি এই শহরে আমারই বা কি কম ?
হলে হবে কি, ডিমিট্রিয়াস তো তা দেখেও দেখেনা।
সবাই যা জানে তাই যেন সে জানে না।
হার্মিয়া-র চোখ দেখে ডিমিট্রিয়াস পাগল,
আর ডিমিট্রিয়াস-এর মুখ দেখে আমিও তাই।
সবচেয়ে ঘৃণ্য যে জীব দোষ যার অপরিমেয়,

প্রেম তাকেও মহান করে শাশ্বত সুন্দর।
প্রেম চোখে দেখেনা, দেখে মনে।
তাই লোকে বলে আকাশচারী মদনদেব অন্ধ।
প্রেমের নেই বুদ্ধি, বিবেচনা ; আছে গতি, নেই দৃষ্টি,
দিশেহারা তার ছুটোছুটি। খেয়ালি সে শিশুর মতন।
ভুল করা তার খেলা। দুরন্ত শিশুর মেলায় তাই
অর্থহীন ভুলের মেলা—কাঁদায় যেমন, নিজেও কাঁদে তত।
হার্মিয়া-র দৃষ্টিজালে ধরা পড়ার আগে
এই ডিমিট্রিয়াসই বেসেছে আমায় ভাল, শপথ করে বলেছে শুধু
সে আমার, সে আমার। শিলাবৃষ্টির মতন শপথের রাশি।
তারপর হার্মিয়ার প্রেমের উত্তাপে সে শিলা গলে গেছে,
শপথের রাশি মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।
আমি ওকে বলে দেব—হার্মিয়া পালিয়েছে।
জানি, ছুটবে সে বনের দিকে প্রেমাস্পদের খোঁজে।
তবু বলবো। হয়তো বৃথা অন্বেষণে ক্লান্ত হয়ে
ফিরে আসবে আমার বাহুডোরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। কুইন্‌স্‌-এর গৃহ।

[কুইনস্‌ স্নাগ, বটম্‌, ফ্লুট, স্নাউট, এবং ষ্টার্ভলিং-এর প্রবেশ]

কুইন্‌স্‌। আমরা সবাই জড়ো হয়েছি ?

বটম্‌। আমার মনে হয় পাণ্ডুলিপি—অনুসারে একে একে হাজিরা নিলে ভাল হয়।

কুইন্‌স্‌। এই কাগজে লেখা আছে প্রত্যেকের নাম—অর্থাৎ এথেন্‌স্‌-অধিপতি এবং তাঁর স্ত্রীর বিবাহোপলক্ষ্যে তাঁদের সামনে যে নাট্যাভিনয় হবে তাতে যাঁরা অভিনয় করতে সক্ষম বলে শহরের সবাই একমত—তাঁদের নাম লেখা আছে এই কাগজে।

বটম্‌। বন্ধুবর পিটার কুইন্‌স্‌, প্রথমে বলো নাটকটা কি বিষয় নিয়ে লেখা ; তার পরে পড়ো অভিনেতাদের নাম ; এবং এইভাবে মোদ্দা কথায় উপস্থিত হও।

কুইন্‌স্। তবে শোন। আমাদের এই নাটকের নাম পিরামুস এবং থিসবি-র গভীর বিষাদান্তক কৌতুকনাট্য—তথা তাদের ভয়াবহ মৃত্যু-কাহিনী।

বটম্। হুঁ, আমি পড়েছি, দারুণ লেখা। আবার তেমনি মজার। এইবার বন্ধুবর পিটার কুইন্‌স্ কাগজ দেখে অভিনেতাদের নাম ডাকো। বন্ধুগণ, আপনারা ছড়িয়ে দাঁড়ান।

কুইন্‌স্। যেমন যেমন নাম ডাকবো, তেমন তেমন জবাব দেবে। তাঁতী নিক্ বটম্!

বটম্। উপস্থিত। আমায় কি পার্ট করত হবে বলো! এবার পরের নাম পড়ো।

কুইন্‌স্। নিক্ বটম্, তোমাকে পিরামুস-এর পার্ট করতে হবে।

বটম্। পিরামুস কি? প্রেমিক, না খল নায়ক?

কুইন্‌স্। প্রেমিক, প্রেমের জন্যে সে বীরের মৃত্যু বরণ করবে।

বটম্। হুঁ, ওরকম পার্ট ভালমতো করতে গেলে কয়েক আঁজলা চোখের জল দরকার হবে। আমি যদি ও পার্ট করি তবে দর্শকের চোখে বাণ ডাকবে বলে দিলুম। ঝড় ওড়াবো। কারুণ্যের অত্যাধিক্য করবো। হ্যাঁ, এবার পড়ো। তবে একটু বলতে পারি খল-নায়ক বা অত্যাচারী রাজার পার্টই আমার আসে ভাল। যমরাজের পার্টে আমি অত্যুৎসাধারণ স্রেফ গলা ছেড়ে একটা বেড়াল ছিঁড়ে খান খান করতে পারি, জানো? ফাটাতে পারি।

তর্জন গর্জন প্রস্তর
ডমরু ডম ডম-অম্বর
চারিদিক ভাঙা দ' ভংকর
কারাগার প্রাচীর ভাঙে খালি—
সূর্যরথের ঘড় ঘড়
রোদ আসে থর থর
রাত ছেঁড়ে চড় চড়
বোকা ভাগ্যের মুখে চুণকালি।

কি উচ্চ ভাব! হ্যাঁ, এবার অন্যান্য অভিনেতাদের নাম ডাকো

এটা বুঝলে—এটা হোলো গিয়ে যমরাজের ভূমিকার সুর। প্রেমিকের ভূমিকা অনেক মোলায়েম, অনেক করুণাতিশয্য।

কুইন্‌স্। ফ্রানসিস্ ফ্লুট, হাপর-ওয়ালা, কোথায় ?

ফ্লুট। এই যে আমি।

কুইন্‌স্। ফ্লুট, তোমাকে থিসবি করতে হবে।

ফ্লুট। থিসবি কি ? যোদ্ধা ?

কুইন্‌স্। থিসবি হোলো পিরামুস-এর প্রেমিকা।

ফ্লুট। না, না, আমাকে মেয়ের পার্ট দিও না, মাইরি বলছি। আমার দাড়ি গজাচ্ছে।

কুইন্‌স্। তাতে ক্ষতি নেই। মুখোশ পরে করবে তো। গলাটাকে শুধু যত সরু পারো করে নিও।

বটম্। মুখোস পরে মুখই যদি ঢাকা যাবে, তবে থিসবি-ও আমিই করি না কেন ? গলাটাকে অতীব প্রচণ্ড রকমের মিনমিনে করে ডাক লাগিয়ে দেব। থিসবি কোথা থিসবি ! হেথায় পিরামুস প্রিয়তম মোর, এই যে হেথা তব থিস্‌বি, তব প্রিয়া ভার্যা !

কুইন্‌স্। না, হবে না। তোমাকে পিরামুস করতে হবে, আর ফ্লুট করবে থিসবি।

বটম্। তাহলে তাই হবে। পড়ো।

কুইন্‌স্। দরজী রবিন ষ্টার্ভলিং !

ষ্টার্ভলিং। এই যে, পিটার কুইন্‌স্।

কুইন্‌স্। রবিন ষ্টার্ভলিং, তুমি করবে থিসবি-র মা। কামার টম্ স্নাউট !

স্নাউট। এই যে পিটার কুইন্‌স্।

কুইন্‌স্। তুমি পিরামুস এর বাবা ; আমি, থিসবি-র বাবা ; মিস্ত্রী স্নাগ —তুমি করবে সিংহের পার্ট। ভূমিকা বণ্টন শেষ হোলো, নাটক নামালেই হয়।

স্নাগ। সিংহের পার্টটা লেখা আছে ? যদি থাকে তো আমাকে আগেভাগে দিয়ে দিও। আমার পড়তে একটু সময় লাগে।

কুইন্‌স্। ও পার্ট স্টেজে উঠেই মেরে দিতে পাববে। কারণ কথা তো নেই, শুধু গর্জন।

বটম্। সিংহের পার্টটাও আমাকে দাও ভাই। এমন গর্জন করবো

যে মহারাজ বলে উঠবেন—"এংকোর, আবার গর্জন হোক, আবার গর্জন হোক !"

কুইন্‌স্। খুব বেশি ভয়ংকর করলে মহারাণী আর দরবারের মহিলারা সব ভড়কে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন। তাহলে আর দেখতে হবে না, আমাদের গর্দান যাবে।

সকলে। হাঁ, হাঁ, গর্দান হবে, সবকটা বাপের বেটা যমের বাড়ি যাবো !

বটম্‌। তা বটে। এটা আমি অনস্বীকার করি। ঘাবড়ে গেলে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়; আর বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেলে আমাদের কোতল করতে কতক্ষণ? বেশ, তবে আমি গলাটাকে অপকৃষ্ট করে এমন মোলায়েম গর্জন ছাড়বো যে মনে হবে পায়রা বক-বকম করছে, এমন গর্জন করবো যে মনে হবে গাছের মাথায় বউ-কথা-কও-এর বউ অবশেষে কথা কইলো।

কুইন্‌স্। না, পিরামুস ছাড়া আর কোনো পার্ট তোমার করা চলবে না। কারণ পিরামুস-এর সুন্দর চেহারা খাঁটি ভদ্রলোকের মতন। মানে চৈত্রদিনে যাঁরা বেড়াতে বেরোন তেমনিধারা রূপসী ভদ্দরলোক। তাই তুমি ছাড়া ও পার্ট কে করবে?

বটম্‌। বেশ, উৎরে দেব 'খন। কি রকম দাড়ি নিলে ভাল হয় বলো তো।

কুইন্‌স্। তোমার যেমন খুশী।

বটম্‌। তাহলে পাকা-ধান-রং-এর দাড়ি পরিধান করেই নির্বাহ করা যাবে। অথবা মেহ্‌দি বা কমলা রং-এর দাড়ি। অথবা কালো-বেগুনি দাড়ি। অথবা সোনার মোহরের মতন ক্যাটক্যাটে হলদে দাড়ি।

কুইন্‌স্। সোনার মোহরে যে রাজার ছবি দেখি তার তো চুলই নেই—মাকুন্দ, মাথায় টাক। তবে কি দাড়ি ছাড়াই নামবে নাকি? থাক্, এই নাও পার্ট। বন্ধুগণ, আমার মিনতি, আমার অনুরোধ, আমার নিবেদন—কাল রাত্রের মধ্যে পার্ট টার্ট শিখে শহরের বাইরে বনের মধ্যে চাঁদের আলোয় আমার সংগে দেখা কোরো। ঐখানে মহড়া দেবো। শহরের মধ্যে হৈ চৈ করলে লোক জমে যাবে, সবাই জেনে ফেলবে। ইতিমধ্যে
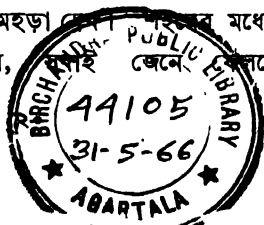
অভিনয়ের জন্য যে যে জিনিস লাগবে আমি তার তালিকা তৈরি করবো। আমার অনুরোধ—কেউ মহড়া থেকে কেটে পোড়ো না।

বটম্। ঐখানে দেখা হবে। খুব কষে, বীরদর্পে, অশ্লীলরূপে মহড়া দেয়া যাবে। খেটে পার্ট শিখো সবাই, একটা কথাও যেন না ভোলে কেউ। চলি!

কুইন্স্। তাহলে বনের মধ্যে দেখা হবে।

বটম্। আর বলতে হবে না। আমাদের ধনুর্ভংগপণ।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এথেন্‌স্‌-এর উপকণ্ঠে অরণ্য।

[দুই দিক হইতে যথাক্রমে পাক্‌ এবং পরীর প্রবেশ]

পাক্‌। কিগো নিশাচরী! চলেছিস্‌ কোথায়?

পরী। ভূধর থেকে ভূমিতে ছুটেছি;
ঝোপঝাড় লতাপাতা,
তেপান্তর আর সায়র দেখেছি,
আগুনের ফাঁদ পাতা,
ঘুরে বেড়াই জগৎ জুড়ে
চাঁদের থেকে অনেক জোরে;
পরীরানীর ভৃত্য বটে
ছড়াই মালা সবুজ মাঠে
ডোরাকাটা সরষে ফুলের সারী
সবাই তারা রানীর সহচরী;
সরষে ফুলের পাপড়িতে লাল বুটি
মরকতের গয়না পেয়েছে রানীর স্নেহ লুটি।
হুকুম হয়েছে আমার পরে খুঁজে প্রতি ফুল
শিশিরবিন্দু দিয়ে তাদের গড়িয়ে দিতে দুল।
দুষ্টু ছেলে বিদায় দে রে, সময় বয়ে যায়
পরীরানী সদলবলে আসছে রে হেথায়।

পাক্‌। পরীরাজও এইখানে যে আমোদ করতে চায়—
দেখিস যেন পরীরানী সামনে না তার যায়।
পরীর রাজা ওবেরন্‌, আজ বিষম খেপে গেছে,
(কারণ) ভারতবাসী ছেলেটাকে রানী নিয়ে গেছে।

ফুটফুটে ঐ বাচ্চাটাকে ভারত থেকে আনিয়ে
রানী তাকে দিল কিনা নিজের চাকর বানিয়ে!
ক্রুদ্ধ রাজার শুদ্ধ সাধ ছেলেটাকে ধরে
অনুচর ক'রে তাকে ঘোরে বনান্তরে।
রানীর আবার তেমনি জেদ কিছুতেই না ছাড়ে,
ফুলের মুকুট পরায় তাকে চোখের মণি ক'রে
তাই এখন রাজা রানীর যেথায় দেখা হয়
মাঠে, ঘাটে, বনের ধারে
স্ফটিক ধারা ঝর্ণা ধারে
দুজনেতে প্রাণ-কাঁপানো ঝগড়াঝাঁটি হয়।
আর পরীরা সব কাঁপতে কাঁপতে
লুকোয় ডুমুর ফুলের মধ্যে,
রাজা রানীর দেখা হলেই ভূমিকম্প হয়।

পরী। তোকে যেন চিনিচিনি খালি মনে হয়।
তোর নাম না রবিন ভায়া? দুষ্টুমি তোর পেশা!
গাঁয়ে ঢুকে মেয়েদের তোর ভয় দেখানো নেশা!
মাখন তোলার মরশুমে তুই যাদু করিস হাঁড়ি,
ব্যর্থ হাতা ঠেলে হাঁপায় গাঁয়ের যত বুড়ি।
তোর জন্যেই তো মদের পিঁপেয় পেজলা ওঠে শুধু,
রাতের পথিক পথ হারায় মাঠের মধ্যে ধু ধু।
তাই দেখে তোর পেট ফেটে হাসি আসে।
তুই-ই তো সে?

পাক্। ঠিক ধরেছিস ওরে—
আমিই সেই মজা-লোটা রাতের ভবঘুরে।
ফোড়ন কেটে ওবেরনের মুখে ফোটাই হাসি;
মজা দিতে রাজার প্রাণেই দুষ্টুমির রাশি।
মাদীঘোড়ার ডাক ডেকে যাই মোটকা ঘোড়ার কাছে,
গরম হয়ে মোটকা ঘোড়া খটখটাখট নাচে।
মাঝে মাঝে গিয়ে সেঁধুই গরম তাড়ির পাত্রে,
যখন গাঁয়ের বুড়ির দল আড্ডা মারে রাত্রে।

যেমনি বুড়ি পাত্র তুলে চুমুক মারতে যায়,
টগবগিয়ে উঠে তাড়ি ঢালি বুড়ির গায়।
গাঁয়ের মিনি বদ্যিবুড়ি, বলেন করুণ গল্প ;
বলতে বলতে চৌকি খোঁজেন, চোখে দেখেন অল্প,
মাঝে মাঝেই আমায় তিনি চৌকী বলে ভুল করেন,
বসতে গেলেই এই শর্মা শুট করে দৌড় মারেন,
ধপাস পড়ে কাশতে কাশতে বৃদ্ধা ভির্মি যান ;
পাছার তলে চৌকি নেই যে! বসতে কোথায় পান?
ততক্ষণে হাসির হর্‌রা উঠছে ঘরময়,
সবে পেট ধরে হাসতে হাসতে গলদঘর্ম হয়।
এমন মজা বল্ দেখি তুই আর কিসে হয়?
ও বাবা! পালা বলছি! ঐ আসছেন রাজা!

পরী। যেখানেতে বাঘের ভয় সেইখানেতে সন্ধ্যে হয়—
ঐ আসছেন রানী!

[একদিক হইতে অনুচর সমভিব্যাহারে ওবেরন-এর প্রবেশ ; অন্যদিক হইতে সদলবলে টিটানিয়া-র]

ওবেরন। চন্দ্রালোকে একি অশুভ সাক্ষাৎ, উদ্ধত টিটানিয়া!

টিটানিয়া। এ যে দেখি হিংসুটে ওবেরন! পরীর দল, চল চলরে চল্!
এর ছায়া মাড়াবো না।

ওবেরন। দাঁড়াও স্পর্ধিত নারী! আমি কি তোমার স্বামী নই?

টিটানিয়া। তবে আমাকে তোমার স্ত্রী বলে মানো কি? জেনেছি সব—
পরীর দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে, মেষপালকের বেশে
সারাদিন ধরে বাজিয়ে বাঁশী, ভালবাসার গান গেয়ে গেয়ে
প্রেম নিবেদন করেছ তুমি কামুক ফিলিডা-কে।
আজ হঠাৎ ভারতবর্ষের তৃণভূমি ছেড়ে,
হেথায় কি মনে করে? তাও জেনেছি আমি।
ভূতপূর্ব প্রেমিকা তোমার ষণ্ডামার্কা মেয়ে,
সেই যে বর্ম এঁটে যুদ্ধ করে পুরুষ সেনার সাথে—
সেই কনে'র বিয়ে হবে থিসিয়াসের সাথে। তাই
সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে আসা।

ওবেরন। কোন লজ্জায়, টিটানিয়া, হিপোলিটার নাম নিচ্ছ মুখে ?
তোমার সাথে থিসিয়াসের গুপ্তপ্রেম যখন জানি আমি ?
পেরিজিনিয়া-র প্রেমে যখন থিসিয়াস আকুল,
হাত ধরে তার হেঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে
জ্যোৎস্না-রাতে করেছিলে কেলি। থিসিয়াস্ কাউকে কথা দিলেই
ভাংচি দাও কেন ? এগ্‌ল্, আরিয়াড্‌নে আর আন্টিওপা—
তিনজনকেই শপথ ভেঙে ঠকিয়েছে থিসিয়াস,
শুধু তোমার প্ররোচনায়।

টিটানিয়া। এসব হচ্ছে অন্ধ ঈর্ষার ব্যর্থ জালিয়াতি।
ফাগুন মাসের গোড়া থেকে যেথায় দেখা হচ্ছে,
উপত্যকা, পাহাড়, পর্বত, মাঠে-ঘাটে, বনে,
পাথরে ঘেরা নির্ঝরিণীর নির্জন দুই কুলে,
বা বালির 'পরে বেলা যেথায় মিশেছে সমুদ্রে
শিষ দিয়ে বাতাস যেথা চুল নিয়ে খেলে,
সেথায়ই তোমার হাঁকডাকে শান্তিভঙ্গ হচ্ছে।
বাতাস তার বাঁশীর সুর শোনাতে না পেরে
অভিমানে নিচ্ছে শুষে সাগরপুরীর কুয়াশা,
দিচ্ছে ঢেলে জটপাকানো সেই কুয়াশা ডাঙায় ;
রাশি রাশি জলের কণায় নদ-নদী-খাল-বিল
বিনয় ভুলে উঠছে ফেঁপে গগনচুম্বী দম্ভে,
ভাঙছে যত গণ্ডিসীমা ডাঙার রাজত্বের।
বৃথাই কৃষক মাথার ঘাম ফেলছে পায়ের 'পরে,
কিশোর ফসল পেতে না পেতে যৌবনের স্বাদ
পচছে মাঠে বানের জলে, অকালেরই মৃত্যুতে।
শূণ্য গোয়াল করছে খাঁ খাঁ জলে-ডোবা মাঠের মাঝে,
মরা গরুর মাংস খেয়ে ফুলছে শকুন কাকের দল।
লুকোচুরি খেলার মাঠে জমেছে আজ পাঁক।
চটুল মাঠের সবুজ গায়ে পায়ে-চলা পথের রেখা
পায়ের স্পর্শ না পেয়ে হয়েছে বিলীন।
অপ্রাকৃত চৈত্র-ঝড়ে, অকাল বর্ষার উত্তাপে

চাইছে মানুষ শীতের আমেজ, অসহায় তার প্রার্থনা,
চাইছে উঠতে মুখর হয়ে নবান্নের জয়গানে।
তাই বন্যা-রানী চন্দ্রদেবী ক্রোধ-বিবর্ণ মুখে
কাকজ্যোৎস্নায় ভরিয়ে রাখে আকাশ-বাতাস জগৎ ;
অভয় পেয়ে জল বাড়ে, মড়ক লাগে গাঁয়ে গাঁয়ে।
চারিদিকে অঘটন ঋতুচক্র এলোমেলো,
কৃষ্ণচূড়ার ভাঁজে ভাঁজে শুক্লকেশ তুষার রাশি ;
শীত এসেছে মাথায় প'রে বরফ-কুচির মুকুট,
তার 'পরে গুঁজেছে সে গ্রীষ্মফুলের স্তবক,
হিমশীতল উষ্ণীষে আজ বর্ণ-গন্ধের মেলা,
নিষ্ঠুর পরিহাসে। বসন্ত আর রুদ্র বৈশাখ,
মাতৃমূর্তি শরৎ আর ক্রোধোন্মত্ত পৌষ—
নিয়ম ভেঙেছে, পরেছে বিচিত্র নূতন বেশ,
এসেছে সবাই একসাথে চোখ-ধাঁধানো জৌলুষে
আলাদা করে চিনতে মানুষ মেনেছে হার, প্রচণ্ড বিস্ময়ে।
এই দুর্দৈবের মিছিল এসেছে তোমার আমার কলহ থেকে ;
আমরা এদের জনক-জননী, দায়িত্ব আমাদের।

ওবেরন। সহজেই হয় দুঃখ-নিবারণ, তোমার হাতেই কলকাঠি—
ওবেরন-এর সংগে কেন লাগতে আসে টিটানিয়া ?
ভিক্ষা চেয়েছি একটি বালক, সামান্য এক ভৃত্য,
দিয়ে দিলেই তো হয়।

টিটানিয়া। ও ব্যাপারে থাকো নিশ্চিন্ত
পুরো পরীরাজ্য আমায় দিলেও পাবে না সেই বালককে।
ওর মা ছিল ভক্ত আমার, রাতের পর রাত
ভারতবর্ষের মৃদুমন্দ গন্ধবহ সমীরণে
কত কথা বলেছি দুজনে। বসেছি দুজনে
বরুণদেবের হলুদ রঙের বালির 'পরে
দূরে দেখেছি পুরুষ বাতাসের কামোন্মত্ত স্পর্শে
কুমারী জাহাজের পালের জঠর সম্ভাবনায় স্ফীত ;
হাসতে হাসতে সাঁতরে গিয়ে জাহাজ থেকে এনেছে চেয়ে

আমার জন্যে কত রকমের পণ্য। কিন্তু মানুষ নশ্বর;
ঐ ছেলেটির জন্ম দিতে ভক্ত আমার গিয়েছে চলে—
তারই তরে মানুষ করছি অনাথ ঐ বালককে
তার পুণ্যস্মৃতির সম্মানেই করছি তোমায় বিমুখ।

ওবেরন। কতদিন এই বনে থাকবার মতলব তোমার?

টিটানিয়া। থিসিয়াস-এর বিবাহের দিন পর্যন্ত তো বটেই।
ল্যাজ গুটিয়ে মাথা গুঁজে নাচতে যদি পারো,
চন্দ্রালোকে যোগ দেবে চলো পরীর উৎসবে।
নইলে আমার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলো বলে দিলাম সাফ কথা,
আমিও থাকবো দূরে দূরে।

ওবেরন। ঐ ছেলেটা আমায় দাও, যাব তোমার সংগে

টিটানিয়া। তোমায় পরীরাজ্য পেলেও নয়। চল্ সবাই, সরে যাই,
আর থাকলে কিছুক্ষণ উঠবে ঝগড়া চরম সীমায়।

[সদলবলে টিটানিয়া-র প্রস্থান]

ওবেরন। বেশ। যাচ্ছ, যাও! এই অপমানের জবাব দেব;
বিপর্যস্ত হয়ে তবে এ বন থেকে মুক্তি পাবে।
পাক্, তুই বড়ো ভাল ছেলে, আয় দেখি এদিকে!
মনে পড়ে একদিন বসে ছিলাম সাগরপারে?
শুনেছিলাম দূরাগত জলপরীর গান;
সংগীতের হিন্দোলে বর্বর ঢেউ শান্ত হোলো
নভশ্চারী তারার দল পাগল হয়ে পড়ল ঝুঁকে
শুনতে সে বসন্তের বোধন? মনে আছে?

পাক্। মনে আছে।

ওবেরন। ঠিক সেই মুহূর্তে তোর চোখে পড়েনি, কিন্তু আমি দেখলাম,
তাপসী চাঁদ আর নিদ্রিত পৃথিবীর মাঝখানে, অন্তরীক্ষে
ধনুক হাতে কন্দর্প স্বয়ং। ঠিক সেই সময়ে,
পশ্চিম দিগন্তের সিংহাসন ছেড়ে উঠেছিলেন বিশাখা নক্ষত্র,
শুভ্র পুজারিণী-বেশে চলেছেন তিনি চন্দ্র-প্রণামে।
তাঁর হৃদয় লক্ষ্য করে প্রেমের শর সন্ধান করলেন মদন।

কিন্তু ভক্তবৎসলা চন্দ্রদেবী কিরণকণার জাল মেলে ধরে
লক্ষবক্ষভেদী অজেয় তীরকে করলেন পরাহত।
আকাশের মন্দিরের আনমনা পূজারিণী বিশাখা
এগিয়ে চললেন নিরুদ্বিগ্ন তীর্থযাত্রায়।
তীক্ষ্নচোখে লক্ষ্য করলাম কোথায় প'ড়লো তীর—
পড়লো পশ্চিম উপকূলে। একটি শ্বেতশুভ্র পুষ্পের 'পরে—
মুহূর্তে সে ফুল প্রেমের ব্যথায় হয়ে গেল নীল।
গাঁয়ের মেয়েরা ঐ ফুলের নাম দিয়েছে অলস-প্রেম।
নিয়ে আয় সে ফুল ; বলেছি তোকে কোথায় পাওয়া যাবে ;
ঘুমন্ত মানুষের মুদিত আঁখি পল্লবে
সে ফুলের রস একফোঁটা মাত্র দিলে,
পুরুষ হোক, হোক না মেয়ে, জেগে উঠেই দেখবে যাকে সামনে,
পাগলের মতন তক্ষুণি তাকে ভালবাসবে।
নিয়ে আয় সেই ফুল ; জলজ জন্তু আধ ক্রোশ যেতে না যেতে,
ফিরে আসা চাই।

পাক্। অর্ধপ্রহর যেতে না যেতে পাকদণ্ডি দিয়ে
মুড়তে পারি পৃথিবীটাকে [প্রস্থান]

ওবেরন। ফুলটা হাতে আসুক।
তারপর লক্ষ্য রাখবো কখন রানী ঘুমে ঢলে পড়ে ;
ফুল নিঙড়ে রস ঢালবো টিটানিয়া-র চোখে।
জেগে উঠে যাকেই দেখবে চোখে, হোক না সিংহ,
ভালুক কিংম্বা, নেকড়ে অথবা ষাঁড়,
সব ব্যাপারে নাক-গলানো বাঁদরও যদি হয়,
তারই প্রেমে অন্ধ হয়ে ছুটবে টিটানিয়া।
আমার কাছে আছে আবার অন্য শিকড় এক,
যার বসে কেটে যাবে মিথ্যা মায়াঘোর।
ঘোর ভাঙাবার আগে হাতিয়ে নেব বালক-ভৃত্যটাকে।
কে যেন আসছে ? অদৃশ্য হয়ে শুনবো তাদের কথা।
[ডিমিট্রিয়াস-এর প্রবেশ ; পশ্চাতে হেলেনা]

ডিমিট্রিয়াস। তোমায় ভালবাসি না, তাই পিছু পিছু আর এস না।

লাইস্যাণ্ডার কোথায় ? কোথায় রূপসী হার্মিয়া ?
একজনকে মেরে ফেলবো, অন্যজন আমায় মেরে গেল
বলেছ আমায় এই বনে এসেছে দুই পলাতক,
পেছন পেছন ছুটে এসে প্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত হলাম,
হার্মিয়ার দেখা তো কই পেলাম না।
যাও, কেটে পড়ো, আমার ল্যাজ ধরে আর ঘুরো না!

হেলেনা। টানছো কেন বলো তুমি অমোঘ আকর্ষণে ?
মন নিঙড়ে বার করছ কেন অশ্রুরাশি ?
শখ ক'রে তো আসছি না তোমার পিছু পিছু ;
ওগো নিঠুর টেনো না আর, তবেই আসব না'ক কভু।

ডিমিট্রিয়াস। আমি কি কোনো লোভ দেখিয়েছি ? দিয়েছি আশা ?
শাদা কথায় বলছি না আজ মাস কয়েক ধরে
তোমায় ভালবাসি না, বাসতে পারি না ?

হেলেনা। সেইজন্যই আরো তোমায় বেশি ভালবাসি—।
আমি তোমার কুকুর ডিমিট্রিয়াস,
মারো আমায়, দাও গালাগাল, ফিরিয়ে দাও
বারে বারে তোমার দুয়ার থেকে, তবু এটুকু দাও অধিকার
তোমার সংগে সংগে থাকবো।
তোমার প্রেমও চাইনা আমি,
শুধু তোমার অবজ্ঞাকে বুকে ক'রে রাখবো।

ডিমিট্রিয়াস। বেশি ঘাঁটিও না বলে দিলাম, রক্ত আমার গরম ;
তোমায় দেখলে আমার বমি আসে, বুঝলে ?

হেলেনা। আর তোমায় না দেখলে যে আমার জ্বর আসে।

ডিমিট্রিয়াস। কি জ্বালায় পড়লাম! দেখ! নারীর এমন নির্লজ্জতা
মোটেই ভাল নয়!
শহর ছেড়ে বিজন বনে পরপুরুষের সংগ ধরেছ ;
দেহখানাও তোমার মোটে ফেলনা নয় ;
তার ওপরে রাত্রি গভীর ; সতীত্ব বজায় রেখে
ফিরতে পারবে তো ?

হেলেনা। সততা তোমারই দিয়েছে সাহস ; নারীলোলুপ তুমি তো নও।

আর রাত্রি কোথায়? তোমার মুখই আলো আমার;
তোমার চোখই সূর্য।

বিজনবন এ মোটেই নয়, জগৎশুদ্ধ লোক এখানে
তুমিই যে জগৎ আমার; একলা আমি মোটেই নই।

ডিমিট্রিয়াস। আমি ভেগে পড়বো, লুকিয়ে পড়বো ঝোপের মধ্যে;
আর হিংস্র সব জন্তু এসে তোমায় কামড়ে দেবে।

হেলেনা। সবচেয়ে হিংস্র পশুও তোমার মতন হিংস্র নয়;
যেখানে পালাও সংগে যাবো; রূপকথাকে উল্টে দেব—
রাজকুমারী পক্ষীরাজে ছুটে যাবে রাজপুত্রের খোঁজে;
ব্যাংগমী যাবে ব্যাংগমার পিছে, বাঘকে খুঁজবে বাঘিনী।
জানি শুধু গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরা,
কারণ সাহস যার সে পালিয়ে বেড়ায়,
আর ভীরু নারী করে অনুসরণ—।

ডিমিট্রিয়াস। বক বক বক আর সহ্য হয় না, যেতে দাও আমায়—।
পেছনে পেছনে তেড়ে যদি আসো আবার আমার দিকে,
বনের মধ্যে ধরে তোমায় খচরা কিছু করে ফেলতেও পারি।

হেলেনা। শহরে, মন্দিরে, উদ্যানে-মাঠে যে অপমান করেছ
তার বেশি আর কি করবে? ছি ছি, ডিমিট্রিয়াস,
কলংক দিয়েছ তুলে পুরো নারীজাতির মাথায়—
প্রেমের জন্যে যুদ্ধ করা—নয়তো এ নারীর কাজ;
পুরুষই তো চিরদিন প্রেম-নিবেদন করেছে।

[ডিমিট্রিয়াস-এর প্রস্থান]

(ছাড়বো না তোমায়; তোমার কোলে মাথা রেখে
মরতে যদি পারি, জীবনের এই নরককুণ্ডে
স্বর্গের ফুল টবে ফুটবে।)

ওবেরন। বিদায় সুন্দরী কন্যা! এ বন ছেড়ে বেরুবার আগে—ঘুরে যাবে
চাকা!

ঐ বোকচন্দর এমন ঘোল খাবে যে কোমর বেঁধে
বিষম প্রেমে ছুটবে তো তোমার পিছে
তুমিই তখন পালাতে আর পথ পাবে না।

[পাক-এর প্রবেশ]

পেয়েছিস ফুল ? স্বাগতম পর্যটক !

পাক্ । এই যে ফুল ।

ওবেরন । দে দেখি ।

গহন বনে আছে জানি মর্মরের বেদী,
চারিপাশে হাজার হাজার হেনা ফুটে থাকে,
সেই সংগে পারিজাত আর টগর ঝাঁকে ঝাঁকে,
চন্দ্রাতপের মতন মাথায় লজ্জাবতীর স্তূপ,
তারও ফাঁকে হাসতে থাকে কৃষ্ণচূড়ার রূপ ।
সেইখানেতে ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে থাকে পরীর রানী,
মৃদুস্বরে পরীর দল গান গেয়ে যায় ঘুমপাড়ানি ।
কাছেই যাচ্ছে সাপের রঙীন খোলস গড়াগড়ি,
লুকিয়ে থাকতে পারে তাতে আস্ত একটি পরী ।
ঐখানেতে টিটানিয়া-র চোখে দেব ফুলের রস,
কল্পনা তার হবে নানা কালো বিভীষিকার বশ ।
আর তুই নে ছিঁড়ে ফুলের খানিক যারে ছুটে গভীর বনে,
দেখবি রে এক রূপবতী ছুটছে আকুল প্রাণপণে
এক পাজী ছোঁড়ার পেছনে । ঐ ছোঁড়ার চোখ ধুইয়ে আয়
ফুলের রসে ; দেখিস যেন জেগে উঠে দেখতে পায়
ঐ রূপবতীর মুখ । আর সহজ উপায় চিনতে পারার
শহর-ঘেঁষা ফতোবাবুর পোশাক গায়ে ছোঁড়ার ।
দেখে শুনে কাজটা করিস ; ছোঁড়ার বড় বাড় বেড়েছে
হাবুডুবু খাওয়া ওকে মেয়েটাকে বড় ভুগিয়েছে ।
কাকপক্ষী ডাকার আগে ফিরে আসবি আমার কাছে ।

পাক্ । চিন্তা নেই মহান্ রাজা বান্দা লায়েক আছে !

[দুই জনের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যের আর এক অংশ।

টিটানিয়া ও তাঁহার অনুচরীদের প্রবেশ

টিটানিয়া। গান গেয়ে আর হাতে হাত ধরে
নাচরে তোরা সবাই মিলে।
তারপর সব ছড়িয়ে পড়।
কেউ ছুটে যা শিউলি-কোরক সাফ করে রাখ্ পোকা মেে
কেউ বা কষে লড়াই ক'রে চামচিকে-র সাথে
কেড়ে আন ডানা তাদের, পোষাক হবে ক্ষুদে পরীদের ;
কেউ বা তাড়া হুতোম-প্যাঁচা নইলে জ্বালায় রাতে,
অবাক হয়ে দেখে মোদের, ভাবে এরা কারা।
গান গেয়ে এবার ঘুম এনে দে আমার আঁখিপাতে,
তারপর যাস কাজে ; দে ঘুমোতে শান্তিতে।

॥ গান ॥

১ম পরী। জিভচেরা যত রঙীন সাপ,
ব্যাঙ্, পোকা যত মাটির প্রাণী
বন্ধ কর যত দৌড় ঝাঁপ লাফ
হেথায় ঘুমোয় পরীর রানী।

সকলে। ধান খেয়ে যা বুলবুলি
গলায় মধুর গান তুলি
ঘুম আয় রে, ঘুম আয়রে, ঘুম !
(যেন) ইন্দ্রজালের যাদুকরী
রানীর মন নেয় না কাড়ি,
রানীর কপালে টিপ দিয়ে যা,
পেটভরে তুই ধান খেয়ে যা,
গান গেয়ে নে বিদায় !
আয় রে, ঘুম আয় !

২য় পরী। যা এবার পালা সবাই ; পাড়া জুড়িয়েছে
একজন শুধু পাহারায় থাক দূরের ঐ গাছে।
[পরীদের প্রস্থান ; টিটানিয়া নিদ্রিতা। ওবেরনের প্রবেশ এবং
টিটানিয়ার চোখে ফুলের রস লেপন]

ওবেরন। জেগেই যাকে দেখবে চোখে,
প্রেমের টানে বেঁধো তাকে ;
জ্বলে মোরো তারই তরে,
হোকনা কেন বনের নেকড়ে ;
ভালুক কিম্বা উদ্‌বেড়াল,
ঝাঁকড়াচুলো খেঁকশিয়াল,
তোমার চোখে সবাই যেন
আসে প্রেমিক বেশে,
জেগে উঠো যখন কোনো
বিশ্রী জন্তু আসে। [প্রস্থান]

[লাইস্যাণ্ডার ও হার্মিয়া-র প্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। প্রিয়তমা হার্মিয়া, বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অবসন্ন তুমি ;
সত্যি কথা বলেই ফেলি, পথ হারিয়ে ফেলেছি।
এস, এইখানেই বিশ্রাম করি, যদি তোমার ভয় না করে ;
দিনের আলোর সান্ত্বনায় আবার পথ খোঁজা যাবে।

হার্মিয়া। তাই হোক্, লাইস্যাণ্ডার, খুঁজে নাও ধরাশয্যা।
আমি এই ঢিবিতে মাথা রেখে শোবো।

লাইস্যাণ্ডার। একই উপাধানে মাথা রেখে শোবো আমরা দুজনে ;
এক হৃদয়, এক শয্যা, দুই বুকে এক শপথ।

হার্মিয়া। না লাইস্যাণ্ডার, পায়ে পড়ি। যদি আমায় ভালবাসো,
তবে দূরে সরে শোও, এস না কাছে।

লাইস্যাণ্ডার। কেন বলো হার্মিয়া ? আমার মনে পাপ নেই।
ভালবাসায় কলুষ নেই, ভালবেসেও তা বোঝে নি ?
তোমার বুকে, আমার বুকে একই প্রতিজ্ঞা ;
তবে এক শপথের বৃন্তে ফোটা দুটি হৃদয়-ফুল,
একই সংগে কাছাকাছি নিবিড় হয়ে থাকবে।

হার্মিয়া। কথায় তুমি বেজায় দড়, পারবার আর জো নেই।
না, না, কথায় তোমার করছি না সন্দেহ;
অমন ছোটলোক আমি নই। তবু, বন্ধু,
ভালবেসেও নারীর থাকে লাজলজ্জার বালাই;
তাই দূরে সরে শোও; যতদিন না বিয়ে হবে,
সেই লাজলজ্জার দোহাই, দূরে দূরে থেকো।
শুভরাত্রি; বন্ধু; যতদিন প্রাণ তোমার থাকবে,
ততদিন আমার 'পরে এই ভালবাসা যেন থাকে!

লাইস্যাণ্ডার। আমারো সেই প্রার্থনা, তথাস্তু।
তোমার বিশ্বাসের যদি অবমাননা করি,
তবে যেন আমার মৃত্যু হয়।
এইখানে শোবো আমি; ঘুমোও; হার্মিয়া, ঘুমিয়ে শান্তি পাও!

হার্মিয়া। ঘুমে তোমারও গলা জড়িয়ে এসেছে,
চোখে নেমেছে বিস্মৃতি।

[দুইজনের নিদ্রা। পাক্-এর প্রবেশ]

পাক্। খুঁজে মরলাম হেথায় হোথায়
ফতোবাবু গেলেন কোথায়?
হুকুম হয়েছে চোখের 'পরে
প্রেম-জাগানো ওষুধ রগড়ে
ফতোবাবুর মন ফেরাবো।
কিন্তু ভোঁ ভাঁ—চারিদিকে চুপচাপ রাত্রি!
এই যে বাবা, কে এখানে?
শহুরে পোশাক এর পরণে;
তাই তো মনিব বলে দিলেন,
ইনিই তো প্রেম পায়ে ঠেলেন।
আর ঐ তো মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে,
ভিজে কাদায় পড়ে আছে।
বেচারীকে ঠেলেছে দূরে,
এই হতভাগা খচ্চরে।

পাজীর চোখে দিলাম রস,
জেগে উঠে ক্যাবলা হোস,
প্রেমে পড়ে জবুথবু,
ইন্দ্রজালে হাবুডুবু।
চলি আমি, জাগিস এখন,
ডাকছে আমায় ওবেরন। [প্রস্থান]

[ডিমিট্রিয়াস ও হেলেনা-র বেগে প্রবেশ।]

হেলেনা। দাঁড়াও, ডিমিট্রিয়াস, দাঁড়াও, আমায় মেরে ফেলো।

ডিমিট্রিয়াস। মলো যা! তবু আসে! এখনো পেছনে কেন?

হেলেনা। আঁধার রাতে আমায় ফেলে পালিয়ে যাবে তুমি?

ডিমিট্রিয়াস। হ্যাঁ, যাচ্ছি, কাছা ধরে আবার এলে করে ফেলবো খুন-ই। [প্রস্থান]

হেলেনা। উঃ বাবা, হাঁপ ধরেছে প্রেমের ঘুরপাকে,
যতই চাই, ততই ঘোরায় দড়ি দিয়ে নাকে।
সুখী হোলো হার্মিয়া! কোথায় তারা গেছে!
কি সুন্দর চোখদুটো তার, ডাকে যেন কাছে।
চোখে তার আলো কেন? নেই তাতে জল!
অশ্রু যদি আলো দিত, আমার চোখ তো ছলছল!
না, না, হিংস্র বনের পশুর মতন আমার ঘৃণ্য আঁখি,
আমায় দেখে পালায় তাই বনের পশু-পাখী।
তাই ডিমিট্রিয়াসও পালিয়ে যাবে আশ্চর্য আর কি?
রূপের গরব জাগিয়েছিল মিথ্যাবাদী আরশি,
দীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম রূপের চেতনায়
হার্মিয়া-র সমান আমি আত্ম-এষণায়।
এ কে এখানে? ভূমির 'পরে শুয়ে আছে? লাইস্যাণ্ডার!
মৃত? না। ঘুমন্ত? রক্ত তো নেই, নেই; ক্ষতচিহ্ন!
লাইস্যাণ্ডার! বন্ধুবর! ওঠো জাগো!

লাইস্যাণ্ডার। [জাগিয়া] এবং দেব অগ্নিপরীক্ষা তোমারই তরে ওগো!
বক্ষদুয়ার ভেদ করে তোমার দেখছি হৃদয়-জ্বালা!

কোথায় ডিমিট্রিয়াস? কুৎসিৎ ঐ নামটি তার
ফেলবে মুছে ধরিত্রী থেকে এই তরবার ক্ষুরধার।

হেলেনা। বোলো না, লাইস্তাণ্ডার, অমন করে বোলে না।
তোমার হার্মিয়াকে ভালবেসেছে, এই অপরাধে রাগ কোরো না,
হার্মিয়া তো তোমায় ভালবাসে, তাতেই থাকো সুখী।

লাইস্তাণ্ডার। হার্মিয়াকে নিয়ে সুখী! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেখি?
ওকে নিয়ে পলে পলে দুঃসহ জীবন একি!
কাকের ডাক আর সইবে কে দোয়েল-শ্যামার পাশে?
সব কামনার ওপরে আছে বিচার বুদ্ধি—বিবেচনা;
সেই বুদ্ধি জানান দিচ্ছে—শ্রেষ্ঠ আমার হেলেনা!
লোকে বলবে, মঞ্জরিত না হতেই যৌবনের মুকুল
অন্ধ আমার প্রেম; বলছি আমি ভাঙুক দু-কূল,
আবেগস্রোতে ছাপিয়ে যাক সব মানুষের সংহিতা;
সজাগ আমার বুদ্ধি জানি; তুমিই আমার আকাংখিতা।
তোমার চোখের মন্দিরেতে আমার পথের অন্ত,
পড়বো নতুন গ্রন্থশ্লোক, অমর প্রেমের মন্ত্র।

হেলেনা। কি কুক্ষণে জন্ম আমার যে এমন পরিহাস করছ?
তোমার আমি কি করেছি যে এমন ব্যংগ করছ?
ডিমিট্রিয়াসের ঘৃণার দৃষ্টি নয় কি চরম যন্ত্রণা?
তুমিও কেন তার ওপরে যোগ করছ গঞ্জনা?
অপমান! এ অপমান! বলছি তোমায়; এ অপমান!
তাচ্ছিল্যের এ পরিহাসে প্রেমের অপমান।
বিদায় দাও! ভেবেছিলাম তুমি বীরপুরুষ;
ভেবেছিলাম ভদ্র তুমি! স্বভাবে নেই কলুষ।
এখন দেখছি অসহায়া পরিত্যক্তা নারীর মান
তোমার কাছে খেলার জিনিস। দয়াহীন তোমার প্রাণ।

[প্রস্থান]

লাইস্তাণ্ডার। হার্মিয়াকে দেখতে পায়নি! হার্মিয়া ঘুমোও কষে!
মরো না আর লাইস্তাণ্ডারের টিকি দেখার আশে!

গাদা গাদা মিষ্টি খেলে পেট গুলোয় শেষে,
মিষ্টি জিনিস দেখলেই তখন বমি-টমি আসে।
ভণ্ড গুরু ধরা পড়লে মানুষ ভীষণ রাগে,
সবচেয়ে চটে শিষ্যরা তার, তাদেরই বেশি লাগে।
তুমি মিষ্টির হাঁড়ি, আমার ধর্ম ভণ্ডবেশি,
সবাই তোমায় করবে ঘৃণা, আমি সবচেয়ে বেশি।
বীর্যে আমার শৌর্যে আমার জেগে উঠুক প্রেম-ই,
হেলেনা-কে জয় করবো, হবো তার স্বামী। [**প্রস্থান**]

হার্মিয়া। [জাগিয়া] লাইস্যাণ্ডার, বাঁচাও আমায়, এস তাড়াতাড়ি,
বুকে আমার হাঁটছে সাপ, সরাও একে টেনে।
উঃ, কি ভীষণ! দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম!
লাইস্যাণ্ডার, দেখ আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে।
দেখলাম এক সরীসৃপ খুঁড়ে খাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড
আর তুমি দেখে দেখে হাসছো! লাইস্যাণ্ডার!
কোথায় গেল? লাইস্যাণ্ডার! স্বামী!
শুনতে পাচ্ছ না? চলে গেছে? উত্তর নেই, কথাটি নেই?
কোথায় তুমি? যদি শুনতে পাও, জবাব দাও।
যদি ভালবাসো কথা কও! ভয়ে আমার চেতনা লোপ পাচ্ছে
নাকি?
নেই? তাহলে সে নেই, কাছেপিঠে কোথাও নেই,
হয় তোমায় খুঁজে বার করবো, নয় আজ মরবো এখানে।
[**প্রস্থান**]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ।

[বটম, কুইন্‌স্‌, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রবেশ]

বটম। আমরা সবাই হাজির ?

কুইন্‌স্‌। সব ঠিকঠাক ! আর এটা মহড়ার পক্ষে অত্যাশ্চর্য সুবিধের জায়গা। এই সবুজ মাঠের ফালিটা আমাদের স্টেজ ; এই কাঁটাঝোপটা আমাদের সাজঘর ; এখন রাজার সামনে ঠিক যেমন হবে তেমনি আমরা মহড়া দেব।

বটম। পিটার কুইন্‌স্‌।

কুইন্‌স্‌। কি বলছো ; বটম গুণ্ডা ?
এই "পিরামুস ও থিসবি" নাটকে এমন কিছু জিনিস আছে যা অত্যন্ত কটুকাটব্য। প্রথমতঃ পিরামুসকে এক তলোয়ার টেনে আত্মহত্যা করতে হবে। এটা মহিলারা সহ্য করতে পারবেন না। এর কি সমাধান করবে ?

স্নাউট। মাইরি, এযে সাংঘটতিক বিপদ !

স্টার্ভলিং। আমার মনে হয় শেষমেষ আত্মহত্যাটা বাদ দিতে হবে।

বটম। কক্ষণো না। আমার মাথায় এক ফন্দী এসেছে যাতে সব সুরাহা হবে। আমাকে একটা ভূমিকা লিখে দাও ; এই ভূমিকায় বলা হবে যে তলোয়ার দিয়ে কোনো রক্তারক্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ; এবং পিরামুস সত্যি সত্যি মরছে না। এমন কি, ওঁদের একেবারে নিশ্চিন্ত করতে বলে দেয়া যাবে যে আমি

পিরামুস কি সত্যি পিরামুস ? আমি আসলে
তাঁতী বটম। এতে করে ওঁদের ভয় ভেঙে যাবে।

কুইন্‌স্। বেশ, লিখে নেয়া যাবে অমনি এক ভূমিকা। পয়ার ছন্দে আটমাত্রা ছ'মাত্রা সাজিয়ে লেখা যাবে।

বটম। ছু'মাত্রা কম কেন ? ওটা আটমাত্রা আটমাত্রায় লেখা হোক।

স্নাউট। মহিলারা আবার সিংহ দেখে ভড়কাবেন না তো ?

স্টার্ভলিং। হ্যাঁ, ঠিক ভড়কাবে, আমি লিখে দিতে পারি।

বটম। বন্ধুগণ, নিজেরাই ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। একতোড়া মহিলার মধ্যে এক বিকট সিংহ আমদানী করাটা অত্যন্ত ভয়ংকর জিনিস। তোবা ! তোবা ! কারণ বনের বন্যপক্ষীর মধ্যে সিংহই সবচেয়ে বিকট। আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

স্নাউট। অতএব আরেকটা ভূমিকায় বলা হবে যে সে সত্যি সিংহ নয়।

বটম। শুধু তাই নয় ; অভিনেতার নামটাও বলতে হবে ; আর চামড়ার ফাঁক দিয়ে সিংহের ঘাড়ের কাছে লোকটার আধখানা মুখও দেখা যাবে। এবং সে নিজেই সেই ফাঁক দিয়ে বলবে—মানে এই প্রকরণের কোনো কথা বলবে আর কি, যে, 'মহিলাবৃন্দ', বা 'সমাগতা সুন্দরীসকল—আমার ইচ্ছা' বা 'আমার অনুরোধ' বা 'আমার উপরোধ, ভয় পাবেন না, কাঁপবেন না, আমার মাথা খান ! যদি ভাবেন আমি সত্যি সিংহ হয়ে এখানে এসেছি, তবে আমার প্রতি বড় অবিচার হবে। না, আমি সিংহটিংহ নই ; সব মানুষের মতন আমিও একজন মানুষ।' এবং এর পরে সে প্রণাম করে নাম বলে খোলসা করবে যে সে আসলে মিস্ত্রী স্নাগ।

কুইন্‌স্। বেশ তাই হবে। কিন্তু আরো দুটি কঠিন ব্যাপার আছে। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আনবো কি করে ? কারণ, জানোই তো, চন্দ্রালোকে পিরামুস ও থিস্‌বি-র দেখা হবে।

স্নাউট। যে রাতে অভিনয় সে রাতে চাঁদ থাকবে আকাশে ?

বটম। পাঁজি ! পাঁজি ! পঞ্জিকা দেখে নাও ; চাঁদ দেখ, চাঁদ দেখ !

কুইন্‌স্। হ্যাঁ সে রাত্রে পূর্ণিমা।

বটম। তবে তো হয়েই গেল। যে ঘরে নাটক হবে সেখানকার জানালার একটা কপাট খুলে রাখবো ; আর সে জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকবে হুদ্দাড় করে।

কুইন্‌স্। হ্যাঁ। আর তা না হলে একজন কেউ একহাতে কাঁটাগাছ অন্যহাতে লণ্ঠন নিয়ে এসে বলবে সে চাঁদমামার চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছে, মানে অভিনয় করছে। তারপর আর এক ঝামেলা আছে। স্টেজের ওপর একটা দেয়াল চাই যে, কারণ গল্পে আছে দেয়ালের ফুটো দিয়ে পিরামুস আর থিস্‌বি প্রেমালাপ করেছিল।

স্নাউট। একটা আস্ত দেয়াল বয়ে আনা তো অসম্ভব। কি করা যায় বটম ?

বটম। একজন কাউকে দেয়ালের ভূমিকায় নামতে হবে, তার সারা গায়ে লেপা থাকবে চুন, বা সুড়কি, বা স্রেফ গংগামাটি। আর আঙ্গুলগুলো সে এমনি করে তুলে ধরবে ; আর সেই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পিরামুস আর থিসবি ফিসফাস করবে।

কুইন্‌স্। তা যদি করা যায় তবে আর ভাবনা নেই। বোসো সবাই, বসে পড়ো, মহড়া দাও। পিরামুস, শুরু করো, পার্ট বলা হয়ে গেলে ঐ ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাবে, এমনি প্রত্যেকে নিজের নিজের পার্ট

[পশ্চাতে পাক-এর প্রবেশ]

পাক্। এরা-কারা মাথামোটা, গেঁয়ো ভূতের দল?
পরীরাণীর শয্যাপাশে করছে দাপাদাপি?
একি? নাটক হচ্ছে নাকি? দর্শক হবো আমি;
আবার অভিনেতাও হতে পারি, তেমন তেমন বুঝলে।

কুইন্স্। বলো পিরামুস। থিস্‌বি, ওঠো।

বটম। থিস্‌বি, পুষ্পের যেমতি রন্ধ্র অনিন্দ্যসুন্দর --

কুইন্স্। রন্ধ্র কোথায়? গন্ধ, গন্ধ!

বটম। গন্ধ অনিন্দ্যসুন্দর,
তেমতি তব শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রেয়সী প্রিয়তমা।
তিষ্ঠ! এ কাহার স্বর? অপেক্ষ হেথা ক্ষণকাল!
প্রত্যাবর্তন করিব শীঘ্র, ওগো মনোরমা! [প্রস্থান]

পাক্। মনোরমার শ্বাস উঠিবে হেরি বদনচন্দ্রিমা। [প্রস্থান]

ফ্লুট। এইবারে বলতে হবে?

কুইন্স্। হ্যাঁ, নয়তো কি? ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না?
একটা শব্দ শুনে পিরামুস দেখতে গেছে, এক্ষুণি
আবার আসবে।

ফ্লুট। উজ্জ্বলকান্তি পিরামুস, শ্বেতোৎপলবর্ণ!
কান্তারকণ্টকে প্রস্ফুটিত রক্তজবা যেমতি উঠে উছলি,
যৌবনকামোদরাগে সদা ছটফট, হৃদয়েশ্বর কাবুলি
বিশ্বস্ত তুমি যেন ক্লান্তিহীন ঘোড়া। দেখা হবে পিরামুস মেন্থু-র কবর
পার্শ্বে।

কুইন্স্। দেত্তেরি! মেন্থু কোত্থেকে এল? নিন, নিনু-র
কবর পার্শ্বে! আর ওটা এক্ষুণি বলছো কেন?
কাকে বলছো? ওটা তো পিরামুস-এর কথার
জবাব। কি বিপদেই পড়লাম! তুমি কি তোমার
সব কথা একসংগে বলে যাবে নাকি? থামা-
টামার দরকার নেই? পিরামুস ঢোকো,

তোমার কিউ চলে গেছে যে ;

'যেন ক্লান্তিহীন ঘোড়া' শুনেই ঢুকে পড়বে।

ফ্লুট। ও, বুঝেছি। 'বিশ্বস্ত তুমি যেন ক্লান্তিহীন ঘোড়া।'

[পাক্‌ এবং বটম্‌-এর প্রবেশ ; বটম্‌-এর স্কন্ধোপরে গর্দভের মাথা]

বটম। 'যাহা মম তাহা তব, থিসবি 'খোদ আমিই তব !'

কুইন্‌স্‌। কি ভীষণ ! কি আশ্চর্য ! ভূতে ভর করেছে !

ভগবানকে ডাকো সবাই ! পালাও সবাই !

মেরে ফেললে !

[কুইন্‌স্‌, স্নাগ, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রস্থান]

পাক্‌। আসছি তোদের পিছে আমি, নাচ নাচাবো তেড়ে,

পচা পাঁক আর ঝোপঝাড় কাঁটা জলবিছুটি ফেড়ে,

ঘোড়া সেজে, কুকুর সেজে, শুয়োর ভালুক কবন্ধ

আগুন হয়ে হলকা হেসে করবো তোদের অন্ধ !

চিঁহি রবে, ঘেউ ঘেউ করে ; ঘোঁৎ ঘোঁৎ, হুম হাম, দাউ দাউ,

ঘোড়া, কুকুর, শুয়োর, ভালুক, আগুন দেখে হাউমাউ ! [প্রস্থান]

বটম। পালায় কেন ? এসব ওদের বজ্জাতি, আমাকে ভয় দেখাবার ফন্দী

[স্নাউট-এর পুনঃপ্রবেশ]

স্নাউট। হায় হায় বটম, তুমি বদলে গেছ ! একি দেখছি তোমার ঘাড়ে ?

বটম। কি দেখছিস ! তোর ঘাড়ে কটা মাথা ? নিজে যেমন

গাধা তুই, তাই সবাইকে ভাবিস গাধা, নাকি ?

[স্নাউট-এর প্রস্থান। কুইন্‌স্‌-এর পুনঃপ্রবেশ]

কুইন্‌স্‌। ছেড়ে দাও, বটম, ছেড়ে দাও। তুমি আর তোমাতে

নেই। তুমি অনূদিত। তুমি তর্জমা হয়েছ। [প্রস্থান]

বটম। হুঁ, ধরেছি বজ্জাতি। আমাকে গাধা বানাবার চেষ্টা !

ভয় দেখাবার মতলব ! বাবা, এ কঞ্চি বড় দড় ;

এইখানেই জাঁকিয়ে বসবো, যা ইচ্ছে করুক।

এখানে পায়চারি করবো। চেঁচিয়ে গান গাইবো,

যাতে ব্যাটারা শুনে বোঝে ভয়ডর আমার ধাতে
নেই।

গান

কোকিল যতই কালো হোক
গান কি তারি কালো ?
কাকাতুয়া-র কথা যা হোক,
ঝুঁটিখানি ভাল।

টিটানিয়া। [জাগিয়া] সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আমায় জাগালো
কোন দেবদূত ?

বটম।

গান

শালিক, বাবুই, মাছরাঙা,
বউ-কথা-কও গায়,
শোনে সবাই ঘুম-ভাঙা,
নিজের কাজে যায়।

বটম। না গিয়ে উপায় কি ? অমন বোকা পাখীর সংগে
কথা কয়ে বুদ্ধি বাজে খরচ করার কোন অর্থ
হয় ? কার দায়ে পড়েছে যে বলবে, ব্যাটা মিথ্যেবাদী
বউ কথা কও মানে ? এত হাজার বছর ধরে বউ একটা কথাও
কয়নি ? এও বিশ্বাস করতে হবে ? অমন মিঠে
করে বউ-কথা-কও বললে কি হবে ? সব গুল।

টিটানিয়া। মিনতি আমার, হে লোকালয়বাসী, আবার গাও !
তোমার গান করেছে আমার কানের মন চুরী।
আর চোখকে আমার করেছে যাদু ঐ মনোহর মূর্তি।
আর তোমার অন্তরে যে অনন্ত পৌরুষ তাতে মুগ্ধ আমি,
তাই প্রথম দর্শনেই বলছি তোমায়, শপথ করছি,
তোমায় ভালবাসি।

বটম। মাঠাক্রুণ বিবেচনা করে দেখুন, ওসব গদগদ
কথার কারণ নেই। তবে, সত্যি কথা বলতে কি,
দিনকাল যা পড়েছে, তাতে বিবেচনা আর প্রেমাপ্রেমির

মধ্যে খুব একটা সম্ভাব নেই। পরিতাপের বিষয় :
একটা সাদামাটা পড়শি নেই যে দুটির ঝগড়াটা
মিটিয়ে দেয়। দেখছেন ? দরকার পড়লে রসিকতাটা
আমার মন্দ আসে না।

টিটানিয়া। যেমন তোমার রূপ, তেমনি তোমার প্রজ্ঞা।

বটম। না, না, তা তেমন নেই। মানে এই বন থেকে
বেরুবার বুদ্ধিটুকু জোগালেই চলবে, উদ্ধার হয়ে
যেতাম ; প্রজ্ঞাটজ্ঞার দরকার নেই।

টিটানিয়া। এ বন ছেড়ে কোথাও তোমার চলবে নাক' যাওয়া ;
ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক থাকতে হবে হেথা।
দেখ চেয়ে, নই তো আমি সামান্যা অপ্সরী ,
দেহে-আজো আছে রূপ যৌবন বসন্তেরি ,
আর ভালবাসি তোমায় ; তাই এস আমার সাথে
দেব তোমায় পরীর দল, সেবা দিনে রাতে ,
আনবে তারা সাগর সেঁচে মহামূল্য মণি ,
ঘুম পাড়াবে ফুলশয্যায় গানে প্রহর গণি ,
মৃত্যুর দাস মানুষের যত জড়তা ঝেড়ে ফেলে,
মুক্ত হয়ে ভাসবে তুমি শূন্যে পাখা মেলে।
কুমড়োফুল! উর্ণনাভ! মক্ষিরাজ! সর্ষেগুড়ো!

[পরীদের প্রবেশ]

প্রথম পরী। এই যে আমি!

দ্বিতীয়। আর আমি!

তৃতীয়। আর আমি!

চতুর্থ। আর আমি!

সকলে। কেথায় যেতে হবে ?

টিটানিয়া। এই ভদ্রলোককে তোয়াজ করো, প্রণাম করো এঁকে
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলো, হাসি আনো মুখে,
কুড়িয়ে আনো কিসমিস যত বনের ভেতর থেকে,
বেগুনে আঙুর, সবুজ ডুমুর, ডালিম খাওয়াও এঁকে,'

মৌমাছির কণ্ঠ চিরে আনো মধু ছেঁকে
মোমে ভারী ডানায় মাছির জোনাকীর আগুন সেঁকে,
রাতের আঁধার দূর করে জ্বালো বাতি লাখে লাখে
আহার বিহার করবে প্রিয় সেই আলোতে পথ দেখে
রঙীন প্রজাপতির পাখা পাতো বঁধুর চোখে,
ঘুম যেন না ভাঙে চাঁদের দুষ্টু জ্যোৎস্নালোকে।
গড় কারো এঁকে, পরীর দল, মাথা নোয়াও ঝুঁকে।

প্রথম পরী। জয় হোক, মনুষ্যসন্তান!

২য় পরী। জয়!

৩য় পরী। জয়!

চতুর্থ পরী। জয়!

বটম। অধমের 'পরে দয়া রেখো, বাবাসকল! হুজুরের নামটা যেন কি?

দ্বিতীয়। উর্ণনাভ!

বটম। উর্ণনাভ মশাই, আপনার সংগে মিতালি পাতাবার ইচ্ছে আছে। আঙুল কেটেটেটে গেলে আপনার জাল বুনে বেঁধে দেবেন, কেমন? আপনার নাম, মহাশয়?

প্রথম। কুমড়ো ফুল।

বটম। আপনার মা পটলদেবী আর আপনার বাবা লাউমহারাজকে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করবেন। কুমড়োফুল মশাই আপনার সংগেও বন্ধুত্ব পাতাবার ইচ্ছে রইলো। আপনার নামটা বলবেন দয়া করে?

চতুর্থ। সর্ষেগুঁড়ো।

বটম। সর্ষেগুঁড়ো মশাই, আপনার পরিবারের ধৈর্য দেখে আমি অবাক। সর্ষেবাটা দিয়ে রান্না করে লোকে আপনাদের কতজনকে পিষে মেরেছে তার ইয়ত্তা নেই। আপনাদের জন্যে লোকের চোখে জল আসে। আরো ভালো করে আলাপ করা যাবে 'খন।

টিটানিয়া। সেবা করো ওর, নিয়ে এস ওকে আমার কুঞ্জবনে,
আজকে যেন চাঁদের চোখে অশ্রু টলমল,
পৃথিবীর ফুল চাঁদের দুঃখে কাঁদছে মনে মনে,
কৌমার্যের ব্রত নিয়েও প্রকৃতি চঞ্চল।
কথাটি নয়; নীরবতা ঢাকুক বনস্থল।

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যের অন্য অংশ।

[ওবেরন-এর প্রবেশ]

ওবেরন। টিটানিয়ার ঘুম কি ভেঙেছে? আর যদি ভেঙে থাকে,
কি দেখছে সে নয়ন খুলেই, কার প্রেমে মজেছে?
[পাক্-এর প্রবেশ]
ঐ যে আসছে আমার দূত।
এই যে, পাগল নিশাচর!
ভৌতিক রাতের বনমর্মরে কিসের বারতা এনেছিস?

পাক্। রানী মোদের প্রেম করছে এক বিরাট জীবের সংগে।
পবিত্র তাঁর কুঞ্জবনে এসেছিল নাট্যরংগে
মেতেছিল মহড়ায় এক দংগল চাষী,
কড়া-পড়া হাত তাদের শ্রমিক শহরবাসী;
রুটির জন্যে গতর-খাটা আজীবনের পেশা,
রাজার বিয়েতে নাটক করবে চেপেছে বেজায় নেশা।
রানী তখন নিদ্রামগ্না অলস রাতের আবেশে,
দলের যেটা সেরা বোকা সেই মাথামোটা শেষে
ঢুকলো এসে ঝোপের ভেতর মহড়ার মাঝে
নাটকে সে অভিনেতা পিরামুস-এর সাজে।
সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুণ্ডু নিলাম কেড়ে,
বদলে তার পরিয়ে দিলাম গাধার মাথা ঘাড়ে।
একটু পরেই থিসবি প্রিয়া চেঁচিয়ে তাকে ডাকে;
অর্ধগাধা মূর্তি নিয়ে বেরোলো ঝোপের থেকে।

শিকারী-গুলির শব্দে ভীত বিগড়ি হাঁসের মতন,
বা খয়েরি মাথা ময়নার ঝাঁক আকাশে ওড়ে যেমন,
দেখেই তাকে বন্ধুর দল ছোটে ছত্রভংগ
ছুটতে ছুটতে উল্টে পড়ে, পালা হোলো সাংগ ;
পড়ে গিয়ে চেঁচায় তারা, খুন করলে, খুন !
তার ওপরে আমি জুটে হাড়ে ধরাই ঘুণ !
বিষম ভয়ে বুদ্ধিলোপ, আতংকেরই চোখে
চারিদিকে কল্পনায় বিভীষিকা দেখে।
মনে হয় লতাপাতা কাঁটাগাছের ডাল
ছোঁ মারছে কেড়ে নিতে টুপী, জামা, শাল।
পাগলা ভয়ে দৌড় করালাম, বনজুড়ে কি আলোড়ন !
রইল পড়ে পিরামুস-এর নব-সংস্করণ।
সেই মুহূর্তে টিটানিয়া হঠাৎ জেগে উঠলেন
আর সড়াক ক'রে অমনি তিনি গাধার প্রেমে পড়লেন।

ওবেরন। এ যে মেঘ না চাইতে জল ! আশার অতিরিক্ত !
আর সেই শহুরে বাবুর কি হোলো ? দিয়েছিস চোখে
প্রেমাঞ্জন ? ভরেছে তার চোখ ? কাজটা করেছিস ?

পাক্। হ্যাঁ, কাজশেষ, ঘুমন্ত দেখলাম তাকে ,
আর অদূরে তার উপেক্ষিতা প্রেমিকা !
জেগে উঠেই চোখাচোখি না হয়ে উপায় নেই।

[হার্মিয়া ও ডিমিট্রিয়াস-এর প্রবেশ]

ওবেরন। গা ঢাকা দে, এই যে সেই ছোঁড়া।

পাক্। এই সেই ছুঁড়ি, ছোঁড়া তো এটা নয়।

ডিমিট্রিয়াস। কেন বকছো তাকে যে তোমার প্রেমে আকুল ;
এ গঞ্জনার তিক্ততা শুনুক তোমার শত্রুকুল।

হার্মিয়া। এখন শুধু মুখে বলছি এর পরে মারবো,
তোমার মতন বেহায়াকে টিট করে ছাড়বো।
নিদ্রিত লাইস্যাণ্ডার তোমার হাতে হয়েছে খুন,
রঞ্জিত হাত তারই রক্তে, তোমার এমন গুণ।
তবে ছোরা তোমার বিঁধিয়ে দাও আমূল আমার বুকে

আমাকেও মেরে ফেল।
সূর্য যেমন দিনের চিরসাথী,
লাইস্যাণ্ডার আমার তেমনি, আমায় নিদ্রিত ফেলে
সে যেতে কি পারে চলে? বিশ্বাস করি না আমি।
তার আগে ধরিত্রী দ্বিধা হবে, সে রন্ধ্রপথে
চন্দ্র ছুটে যাবে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে;
যেখানে এখন সূর্যের রাজ্য, ভগ্নীর চপলতায়
সূর্য হবে ক্ষুব্ধ। তাই নিশ্চয়ই তুমিই তাকে হত্যা করেছ;
হত্যাকারীর মতনই তোমার মুখ প্রাণহীন নিষ্ঠুর।

ডিমিট্রিয়াস। হত্যাকারী নয়; নিহতের মতন আমার শীর্ণমুখ,
হৃদয় বিদীর্ণ তোমার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে,
হত্যাকারী তুমি, অথচ তোমার কি উজ্জ্বল মুখ কি জ্যোতির্ময়,
নিজকক্ষে অধিষ্ঠিতা স্বাতী-নক্ষত্রের মতন।

হার্মিয়া। লাইস্যাণ্ডারের কি করেছ? কোথায় সে?
মিনতি রাখো ডিমিট্রিয়াস, ফিরিয়ে দাও ওকে।

ডিমিট্রিয়াস। ওকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

হার্মিয়া। দূর হ! কুকুর কোথাকার! দূর হ'! নারীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে
মনে থাকে যেন! কি? তবে খুনই করেছ তাকে?
এরপরে আর মানুষ বলে নিজের পরিচয় দিও না।
একবার, একবার সত্যি কথা বলো, আমার মুখ চেয়ে বলো!
ও জেগে থাকতে তো সাহস হয়নি; অসহায় নিদ্রিতকে মেরেছে!
কি সাহস! বিছে বা সাপের মতন তোমার বীরত্ব!
সত্যি দুমুখো সাপের চেয়েও তুমি ক্রূর বেশি।

ডিমিট্রিয়াস। অনর্থক উত্তেজনায় বলক্ষয় করছো।
লাইস্যাণ্ডারের গায়ে হাত দিইনি, মরেছে কি না জানিও না।

হার্মিয়া। তবে বলো, সে ভালো আছে?

ডিমিট্রিয়াস। ধরো বললাম, কি পাবো?

হার্মিয়া। জীবনে আমার মুখদর্শন না করার অধিকার।
তোমার ঘৃণ্য সংগ ছেড়ে যাচ্ছি বনের মাঝে,
লাইস্যাণ্ডার বাঁচুক মরুক তোমায় চাই না কাছে। [প্রস্থান]

ডিমিট্রিয়াস। ওর এই রণরংগিণী মেজাজ থাকতে পিছে ঘোরা বৃথা ;
এইখানটায় বসে খানিক ঠাণ্ডা করি মাথা।
ব্যর্থ প্রেমের ক্লান্তি যেন আরো ক্লান্ত, নিঃঝুম,
দুঃখের কাছে চুল বিকিয়ে দেউলে হলো ঘুম ;
ঋণের দায়ে পালিয়ে-বেড়ানো ঘুমকে ধরতে হবে ;
শুয়ে থাকি, হয়তো এসে খানিক শান্তি দেবে।

ওবেরন। এ কি করেছিস ? ভুল করেছিস ! এ মেয়েটি কে ?
রস দিয়েছিস অনুরক্ত কোন প্রেমিকের চোখে,
গোল বাধিয়ে খাঁটি প্রেমে দিয়েছিস ভেজাল ,
ভেজাল প্রেমকে খাঁটি করতে পারলো না তোর চাল।

পাক্। তবে বিধি হয়েছে বাম ! এইতো জানি লক্ষ মানুষ কপট ভালবাসে ,
তার মাঝে যে একটা আবার সাচ্চা প্রেমিক আসে,
এটা জানবো কেমন করে ?

ওবেরন। বায়ুবেগে ছুটে যারে বন ভেদ করে,
এথেন্স্-এর হেলেনাকে বার কর খুঁজে !
অভিমানে পাগলিনী, প্রেমের দীর্ঘশ্বাসে,
রক্ত শূন্য পাণ্ডুর মুখে বিষাদের হাসি হাসে।
মরীচিকার মায়াঘোরে ভুলিয়ে আন এখানে
তাকে সামনে রেখে এই ছোঁড়াকে দাওয়াই দেব টেনে !

পাক্। এই চললাম, এই চললাম, দেখুন ভৃত্য কেমন ওড়ে
তাতার দস্যুর ধনুক-ছেঁড়া তীরের থেকে জোরে। [প্রস্থান]

ওবেরন। কন্দর্পের তীরের স্পর্শে,
বেগ্‌নে ফুলের মন্ত্র রসে,
চোখের মণি যেন ভাসে !
প্রেমিকাকে দেখলে শেষে
চোখে যেন মোহ আসে,
মেয়েটি তখন দূর-আকাশে
তারার মতন যেন হাসে।

ইন্দ্রজাল এ সর্বনেশে
ঐ মেয়ের পায়েই লোটা শেষে।

[পাক্-এর পুনঃপ্রবেশ]

পাক্। পরী ফৌজের সেনাপতি!
হেলেন আসছে দ্রুতগতি!
আর ভুল করে যে ছোঁড়াটা
ওষুধ পেয়ে চেতে ওঠা
আসছে মেয়ের পিছু পিছু,
প্রেমের মূল্য চায় সে কিছু।
দেখবেন এখন প্রেমাভিনয়ের ধোঁকা।
হায় ভগবান! মানুষ কি অসম্ভব বোকা!

ওবেরন। সরে দাঁড়া! যে হট্টগোল দু'জনে বাধাবে;
তাতেই ওরা ডিমিট্রিয়াস-কে জাগাবে।

পাক্। তখন দু'জনেতে একইজনকে প্রেম নিবেদন করবে,
হাসতে হাসতে দর্শকের পেটে খিল ধরবে।
আমার বিশেষ পছন্দ হয় এই ধরনের কাণ্ড,
যেথায় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ছন্দ লণ্ডভণ্ড!

[পাক্ ও ওবেরন-এর প্রস্থান]

[হেলেনা ও লাইস্যাণ্ডার-এর প্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। কেন ভাবছো ভালবাসার অভিনয় করছি?
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অভিনয় কেউ করে?
দেখ, প্রেমের অংগীকারের সাথে অশ্রুমোচন করছি;
অশ্রুজাত অংগীকারে সত্য বিরাজ করে।
একেও তুমি উপহাস কেমন করে ভাবছো?
চোখের জলের লিখন এতে; সত্যনিষ্ঠা স্বচ্ছ।

হেলেনা। ক্রমশঃ তোমার চাতুরী তার পক্ষবিস্তার করছে;
নূতন শপথে পুরোণো শপথ ভাঙছো খান খান!
হার্মিয়াকে যে দিয়েছে কথা তা যে পদদলিত হচ্ছে।
এদিকেও শপথ ওদিকেও শপথ, নিক্তি রইলো সমান!

দাঁড়িপাল্লার তুই দিকে তু'রকমের কথা,
সমান হাল্কা, অবিশ্বাস্য, অলীক রূপকথা,

লাইস্যাণ্ডার। ওকে যখন কথা দিই, বুদ্ধি তখন পাকেনি।

হেলেনা। বুদ্ধি এখনো অপক্ক, কথা যখন রাখোনি।

লাইস্যাণ্ডার। বোকামি কোরে না, শোনো। ডিমিট্রিয়াস ওকেই ভালবাসে,
তোমায় তো দেখতে পারে না তু'চক্ষে!

ডিমিট্রিয়াস। [জাগিয়া] হেলেন! দেবী, বনপরী, তিলোত্তমা, অপ্সরী!
তোমার চোখের তুলনা কোথায়? কোথায় ওদের জুড়ি?
ওদের পাশে স্ফটিক ঘোলাটে! ঠোঁট তুটো কি পক্ক,
ডাকে রসালো রাঙা চুম্বনে, পরাহত সব তক্ক!
পুবের হাওয়ায় নিদ্রিত উঁচু গিরিশৃংগের তুষার,
মূর্ত শুভ্রতা; তোমার হাতের বর্ণচ্ছটায় অসার,
কাকের মতন কালো। দাও হাতখানা, চুমো খাই,
শুভ্র এই কুমারীর কাছে ভবিষ্যতের পরশ পাই।

হেলেনা। কি নিষ্ঠুর! কি অন্যায়! বুঝেছি, তোমরা সকলে মিলে
লুঠতে চাইছো মজা আমায় ছিনিমিনি খেলে।
ভদ্র যদি হতে তোমরা, জানতে যদি শিষ্টাচার,
অসহায় এক নারীর 'পরে করতে না এই অত্যাচার।
জানি আমায় ঘৃণা করো, সেই ঘৃণাই কি শেষ নয়?
তার ওপরে নৈবেদ্য-চূড়া এই উপহাসের অভিনয়?
দেখতে তোমরা পুরুষের মতন, পুরুষই যদি হও,
তবে ভদ্রমহিলার সংগে কথা ভদ্রভাবে কও।
প্রেম জানাচ্ছো, রূপের গাইছো দীর্ঘ জয়গান!
বুকে চেপে বিষম ঘৃণা, এ কি অপমান!
হামিয়াকে ভালবাসো, তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বী,
আজ হেলেনাকে ব্যাংগ করতে হয়েছে কোনো সন্ধি।
কি তোমাদের বীরত্ব! কি আশ্চর্য পৌরুষ।
দেখতে চাইছো নারীর চোখে অশ্রুধারার জৌলুষ!
থাকতো যদি অন্তরেতে বিন্দুমাত্র মহত্ত্ব
খেলার ছলে অসহায়কে করতে না উত্যক্ত।

লাইস্যাণ্ডার। ডিমিট্রিয়াস, দয়াহীন, এমন কাজ করে না, ছিঃ, শোনো!
হার্মিয়াকে ভালবাসো, আমিও জানি, তুমিও জানো।
শোন সবাই বলছি হেঁকে, আন্তরিক এই উপহার,
হার্মিয়ার ওপর সকল দাবী নিচ্ছি করে প্রত্যাহার;
বদলে দাও হেলেনাকে, তুমিও দাও ছেড়ে,
ভালবাসি হেলেনাকে, বাসবো জীবন ভরে!

হেলেনা। বৃথা প্রেমের পরিহাসে অতি লোভী মরে।

ডিমিট্রিয়াস। লাইস্যাণ্ডার, দরকার নেই উপহার,
হার্মিয়া তোমার থাকুক, হঠাৎ কেন উদার?
হার্মিয়াকে কিঞ্চিৎ ভাল যদি বেসেও থাকি,
সে ভালবাসা উবে গেছে, কিছুই তার নেইকো বাকি।
হৃদয় আমার যাত্রীসম বেঁধেছিল ডেরা,
হেলেনই তার গৃহকোণ, তাই এবার ঘরে ফেরা -
চিরদিনের মতন।

লাইস্যাণ্ডার। হেলেন, একথা কি সত্য?

ডিমিট্রিয়াস। প্রেমের কিছু বোঝো? তুমি কামের মদে মত্ত!
আর এগিও না, বিপদ হবে, মুষ্টিযোগের ক্রিয়া!
ঐ যে আসছে তোমার প্রেমিকা, ঐযে তোমার প্রিয়া!

[হার্মিয়া-র পুনঃপ্রবেশ]

হার্মিয়া। কালো রাত্রি ছিনিয়ে নেয় মানব-চোখের দৃষ্টি;
কানকে করে আরো তীক্ষ্ণ, সজাগ শ্রবণ সৃষ্টি;
ফিরিয়ে দেয় সে দ্বিগুণ প্রমাণ চোখ থেকে যা নেয় সে কেড়ে
শ্রবণই তখন আঁধারে আলো, অনুভূতি সব কর্ণকুহরে।
লাইস্যাণ্ডার, আমার চোখ তোমায় পায়নি খুঁজে;
এসেছি শুনে শুনে কণ্ঠস্বর অন্ধ বনের মাঝে,
আমায় একা ফেলে দয়াহীন তুমি চলে এলে কেন বলো!

লাইস্যাণ্ডার। মরমে জেগেছে প্রেমের তান পড়ে থাকি কি করে বলো!

হার্মিয়া। আমার পাশ থেকে ছিনিয়ে নেয় তোমায় এ আবার কি প্রেম?

লাইস্যাণ্ডার। হেলেনার রূপ পাগল করেছে; রাতের মাঝারে হেম;
নিশীথ আকাশের লক্ষ চক্ষুর অগ্নিময় আভা

হেলেনার পাশে নিস্তেজ তারা, লুপ্ত তাদের প্রভা।
আমার পেছনে ঘুরছো কেন? বোঝো না দেখেশুনে?
যে দেখতে পারি না দু'চক্ষে, তাই মুক্তি পলায়নে?

হামিয়া। এই কি তোমার মনের কথা? কক্ষনো না!

হেলেনা। ওহো! এ-ও আছে এই ষড়যন্ত্রে? আমায় ছলনা!
বুঝেছি এবার, তিনজনে মিলে করেছে অভিসন্ধি,
ঘৃণার উপহাসের কারায় আমায় করবে বন্দী!
পোড়ারমুখী হামিয়া! অকৃতজ্ঞ, হতচ্ছাড়ি!
এদের দলে ভিড়ে তুই আমায় ঠাট্টা করিস!
এতদিনের মান-অভিমান, এতদিনের মিতালি,
প্রতিদিন যে বিদায়বেলায় দুর্বারগতি মহাকালকে
দিয়েছি দুজনে অভিশাপ, সব ভুলে গেলি?
ছাত্রজীবনের বন্ধুত্ব, শৈশবের নিষ্পাপ অনুরাগ?
হামিয়া মনে নেই? কতদিন দু'জনে সেজেছি নকল ভগবান
সৃষ্টি করেছি একটি ফুল একই শাখের 'পরে,
বসে একাসনে! গেয়েছি একই গান, একই সপ্তকে
মাঝে মাঝে হয়েছে মনে, তুই আর আমি
এক দেহ, এক কণ্ঠ এক প্রাণ। এইভাবে বড় হয়েছি,
এক বৃন্তে দুই ফল, দেখতে পৃথক, মূলে এক,
বিভিন্নতায়ও আশ্চর্য ঐক্য। সেই পুরাতন প্রেমকে আজ
ছিঁড়বি?
তুই ছোটলোকের সংগে মিশে তোর বন্ধুকে করবি নির্যাতন?
বন্ধুত্বের একি পরিণাম? নারীত্বের একি প্রকাশ?
শুধু আমার নয়, সব নারীজাতির অভিশাপ কুড়োবি?

হামিয়া। এসব কি বলছিস উন্মাদের মতন? তোকে ঠাট্টা করবো কেন?
দেখেশুনে মনে হচ্ছে তুই-ই আমাকে ঠাট্টা করছিস!

হেলেনা। ন্যাকা সাজিসনি! লাইস্যাণ্ডারকে তুই-ই পাঠাসনি?
বলিসনি তাকে আমার মুখচোখের জয়গানে মুখর হতে?
আর তোর অন্য গুণমুগ্ধ ডিমিট্রিয়াস
একটু আগে আমায় পদাঘাতে করে গেল প্রত্যাখ্যান,

হঠাৎ সে আমায় দেবী, বনপরী, স্বর্গের অপ্সরী,
প্রেয়সী, তিলোত্তমা—এসব বলে কেন ?
যাকে দেখতে পারে না তাকে এসব বলার কারণ কি ?
তোর যোগসাজস ছাড়া এ ঘটতে পারে ?
আর লাইস্যাণ্ডার হঠাৎ তোকে বিমুখ করে কেন ?
তোর প্রেমে তো উথলে উঠতো ওর বুক ! আর আজ
কিনা আমাকে করে প্রেমনিবেদন !! ছি ছি !
তোর প্ররোচনা, তোর সম্মতি না থাকলে এ হয় ?
হতে পারে তোর মতন রূপ আমার নেই,
তোর মতন আমার নেই গুনমুগ্ধকর ঝোঁক।
তবু প্রেম দিয়ে যে প্রেম পায়নি তাকে করুণা করা উচিত .
এই অবজ্ঞার কোনো অর্থ হয় ?

হার্মিয়া। কিছুই মাথায় ঢুকছে না কি বলছিস !

হেলেনা। বাঃ সাবাশ, ঠিক আছে, চালিয়ে যা !
মুখটাকে কর কাঁদো কাঁদো, আর আমি পিছু ফিরলেই
জীভ বার করে ভেঙিয়ে দিস ! আর চোখ টিপে
ওদের সংগে হাসাহাসি কর ! এমন রসিকতা কি গাছে ফলে ?
চালিয়ে যা, ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।
ভদ্রতা বা আদবকায়দা যদি জানতিস
তবে এমন করে আমায় অপদস্থ করতে বাধতো !
চলি, বিদায় দে ; আমারই দোষ ; চলে যাবো দূরে
বা মরবো শিগ্‌গির, এ ব্যথা ভুলতে দেরী হবে না।

লাইস্যাণ্ডার। দাঁড়াও সুন্দরী, শোনো আমার বক্তব্য ;
তুমি ধন, তুমি জীবন, তুমি হৃদয়েশ্বরী সুন্দরী হেলেনা !

হেলেনা। বাঃ, চমৎকার !

হার্মিয়া। একি প্রিয়তম ! এমন করে ঠাট্টা করতে আছে ?

ডিমিট্রিয়াস। ঠিক ! হার্মিয়া-র কথা শোনো, লাইস্যাণ্ডার,
নইলে আমি বলপ্রয়োগ করে বসবো !

লাইস্যাণ্ডার। সে গুড়ে বালি ! এর মিনতি আর তোমার লম্ফঝম্ফ
সব অরণ্যে রোদন ! হেলেনা, তোমায় ভালবাসি !

মাথার দিব্যি, সত্যি বলছি! যে উল্লুক বলবে
আমার প্রেম মিথ্যা, তাকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে প্রাণ দেব—
সেই প্রাণ সাক্ষী আমার, তোমায় ভালবাসি!

ডিমিট্রিয়াস। এই খবরদার! হেলেন এর চেয়ে আমার প্রেম বেশি!

লাইস্যাণ্ডার। বটে? আয় তো দেখি, প্রমাণ দে তো দেখি?

ডিমিট্রিয়াস। এক্ষুণি! আয়!

হার্মিয়া। লাইস্যাণ্ডার! এসব কি হচ্ছে?

লাইস্যাণ্ডার। যা, ভাগ্ কেলোবতী!

ডিমিট্রিয়াস। না, না, বীরপুরুষ! অন্ততঃ হাত ছাড়াবার অভিনয়টা করো!
ভাব দেখাও আসবে যেন আমার পিছু পিছু,
তারপর কেটে পোড়ো। তুমি বড় কাপুরুষ, ছোঃ!
মেয়ের করতলগত হয়ে থাকো, ছেড়ে দিলাম যাও!

লাইস্যাণ্ডার। ছাড়্ আমাকে, বেড়াল কোথাকার! চোরকাঁটা!
ছিনে জোঁক, ছাড়্ বলছি, নইলে দেব এইসান ঝাঁকুনি,
সাপের মতন চেপ্টে থাকবি মাটিতে!

হার্মিয়া। এমন মুখখারাপ করছো কেন? এসব কি হচ্ছে?
আমাদের ভালবাসা কি—

লাইস্যাণ্ডার। তোর ভালবাসা! বেরো, হলদেচুলো গেছোমেয়ে, বেরো!
বেরো, নিমের পাঁচন কোথাকার! চিরতার জল, বেরো!

হার্মিয়া। এসব ঠাট্টা করছো তো!

হেলেনা। হ্যাঁ, করছে, তুইও করছিস তাই!

লাইস্যাণ্ডার। কি করবো বলো! দু'ঘা বসিয়ে দেব? মেরে ফেলবো?
ছুঁড়িকে দেখতে পারি না। কিন্তু মেয়ের গায়ে হাত!

হার্মিয়া। আমাকে ছুঁড়ি বললে! গায়ে হাতের আর বাকি কি?
দেখতে পারো না? কেন? সর্বনাশ! কি হয়েছে লাইস্যাণ্ডার?
আমি তোমার হার্মিয়া! তুমি আমার লাইস্যাণ্ডার!
রূপ আমার এক রাতেই তো যায়নি মুছে।
আজ রাতেই তো আমায় ভালবেসেছিলে। তবে কি—
ভগবান না করুন—আমায় সত্যি ছেড়ে যাবে?
তাই কি ফেলে পালিয়ে এসেছিলে? এসব তবে ঠাট্টা নয়?

লাইস্যাণ্ডার। না, ঠাট্টা নয়। তোমার মুখদর্শন করতে চাই না আর।
তাই ছাড়ো আশা, ছাড়ো তর্ক, ছাড়ো সন্দেহ ;
নিশ্চিন্ত থাকো, এসব সত্যি, ঠাট্টা নয় ;
তোমায় ঘৃণা করি, ভালবাসি হেলনা-কে।

হার্মিয়া। কি সর্বনাশ! তুই যাদুকরী, তুই ফলের পোকা,
তুই মনচোর! রাত্তিরে লুকিয়ে এসে
আমার স্বামীর হৃদয় চুরি করেছিস !!

হেলেনা। বাঃ, মুখে আগল নেই একেবারে!
লজ্জা করে না? তুই না মেয়ে? ঘোমটার বালাই নেই?
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার মুখ থেকে গরম জবাব বার করবি?
যা, যা! ধাপ্পাবাজ কোথাকার! বেঁটে বক্কেশ্বর!

হার্মিয়া। বেঁটে! তাই তো! এতক্ষণে ধরেছি খেলা!
নিজে লম্বা কিনা, তাই দুজনের দৈর্ঘ তুলনা করে,
নিজের দীর্ঘাকৃতি জাহির ক'রে মেলে ধরে,
লাইস্যাণ্ডারকে ভুলিয়েছে। তুই উট্‌কোরকম লম্বা বলে
ওর উচ্চ ধারণা হবে? .আর আমি
মাথায় ছোট বলে ওর চোখে ছোটলোক? কিসে ছোটো আমি,
রং মাখা ঢ্যাঙা বাঁশ কোথাকার? কিসে' আমি ছোটো, বল্!
ভেবেছিস এত বেঁটে, যে খামচে তোকে কাণা করে দিতে
নাগাল পাবো না?

হেলেনা। ভদ্রমহোদয়গণ, মিনতি করছি,
যদিও আমায় করেন ঘৃণা, ওর হাত থেকে বাঁচান।
ওর মতো আমি অসভ্য নই ; দজ্জাল হয়ে উঠতে পারি নি ;
আর দশটা মেয়ের মতই আমার কাপুরুষতা।
ওকে আটকান! ভাবছেন কি আমার চেয়ে মাথায় খাটো বলে
ওর গায়ের জোর কম?

হার্মিয়া। মাথায় খাটো! আবার বলেছে।

হেলেনা। হার্মিয়া, আমার সংগে চটাচটি করিস নি।
বন্ধুত্বের মান রেখেছি, কখনো দিইনি আঘাত ;
তোকে আমি ভালবাসি, হার্মিয়া! চিরদিন বেসেছি!

শুধু একবার ছাড়া, ডিমিট্রিয়াস-এর মন পেতে
তোর এই বনে পালিয়ে আসার কাহিনী
বলে দিয়েছিলাম, তাও সে-ও এলো ছুটে,
আর আমিও এলাম পেছনে, কিন্তু সে আমায় গাল দিয়েছে,
বলেছে মারবে, গায়ে থুতু দেবে, খুন করবে,
এখন মানে মানে যেতে দে ভাই,
মনের দুঃখ মনে পুরে ফিরে যাবো এথেন্স্ এ
আর আসবোনা তোদের জ্বালাতে, যেতে দে.
দেখেছিস আমার মনটা কি নরম!

হার্মিয়া। যা না! কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়ে আটকে রেখেছে?

হেলেনা। আমারই মুগ্ধ হৃদয় রেখে যাচ্ছি এখানে।

হার্মিয়া। কার কাছে? লাইস্যাণ্ডার?

হেলেনা। না, না, ডিমিট্রিয়াস-এর কাছে।

লাইস্যাণ্ডার। ভয় নেই কোনো, হেলেনা. ওর সাধ্য কি তোমাকে ছোঁয়?

ডিমিট্রিয়াস। আমি রয়েছি সেটা দেখতে, আপনার ফোঁপর দালালি
না করলেও চলবে!

হেলেনা। জানো না, খেপে গেলে ও ধূর্ত, ভীষণ,
পাঠশালায় ও ছিল সবচেয়ে দস্যি মেয়ে,
অমন বেঁটেখাটো হলে কি হবে? ও হিংস্র ভয়ংকর।

হার্মিয়া। আবার বেঁটেখাটো! থেকে থেকে বলে শুধু বেঁটে আর খাটো!
প্রতি কথায় অপমান করছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখছো?
ছেড়ে দাও, দেখে নিই একবার?

লাইস্যাণ্ডার। দূর-হ' এখান থেকে, বামন অবতার!
পকেট সংস্করণ! পাকানো দড়ির গোলগাল গিট!
রুদ্রাক্ষ! ট্যাপারি কোথাকার

ডিমিট্রিয়াস। যে তোমার সাহায্য পায়ে ঠেলছে,
তার জন্যে এমন তৎপরতা বড়ই দৃষ্টিকটু।
খবরদার, হেলেনা সম্বন্ধে কোন কথা বলবে না!
তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যদি দেখি

হেলেনা-কে সামান্যতম গদগদভাব দেখাচ্ছো,
তবে বুঝবে মজা!

লাইস্যাণ্ডার। বোঝাও না মজা, এবার তো কোন বাধা নেই;
এস, সাহস থাকে তো চলে এস, দেখা যাবে
হেলেনায় কার অধিকার, তোমার না আমার!

ডিমিট্রিয়াস। আসবো বই কি! পাঁয়তারা কষে মুখোমুখি আসবো!

[লাইস্যাণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াস-এর প্রস্থান]

হার্মিয়া। এই যে কাণ্ড দেখছেন, সব আপনার কীর্তি, দেবী!
একি। পিছু হটছেন কেন?

হেলেনা। তোমাকে বাবা বিশ্বাস নেই।
অমন রুদ্র মেয়ের আমি ত্রিসীমানায় নাই!
হাত তোমার আমার চাইতে আঁচড় কাটতে দড়;
আমার পা কিন্তু তোমার চাইতে লম্বা দিতে বড়! [প্রস্থান]

হার্মিয়া। অবাক কাণ্ড! দেখেশুনে বাক্য হরে' গেল! [প্রস্থান]

ওবেরন। তোর গাফিলতির চোটেই আজব ব্যাপার ঘটছে,
পর পর ভুল করেই চলবি? না, ইচ্ছে ক'রে করছিস?

পাক্। বিশ্বাস করুন আমায়, ছায়ার দেশের রাজা!
ভুল হয়ে গেছে বেজায় শহুরে পোষাক দেখে;
আপনিই তো বলেছিলেন পোষাক দেখে চিনতে।
তবে দোষ কোথায় দেখলেন আমার নিশীথ-অভিযানে?
শহুরে লোকের চোখেই তো দিয়েছি প্রেম-পুষ্পের রস।
আর সত্যি কথা বলতে কি ভালই হয়েছে প্রভু।
এমন উল্টোপাল্টা প্রেমের খেলা দেখবো আর কি কভু?

ওবেরন। দেখেছিস ঐ প্রেমিক-যুগল মাতবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে;
যারে রবিন টেনে দেরে মেঘের পর্দা ঊর্ধে,
যমালয়ের কৃষ্ণ কুয়াশায় ঢেকে দে দিগন্ত,
অবারিত হোক রে গগণ তারার রাজ্য অশান্ত।
ক্রুদ্ধ দুজন যোদ্ধাকে তুই পথ ভুলিয়ে নিয়ে যা দূরে,
পরস্পরের ত্রিসীমানায় আসতে যেন আর না পারে।
লাইস্যাণ্ডারের কণ্ঠস্বরের নিপুণ অনুকরণে

ডিমির্ট্রিয়াসকে খেপিয়ে তোল ক্রোধের বিস্ফোরণে।
আবার ডিমির্ট্রিয়াস-এর কণ্ঠস্বরে লাইস্যাণ্ডার হোক ক্রুদ্ধ,
এমনি ক'রে পাক খাইয়ে বন্ধ কর্ এ যুদ্ধ,
যতক্ষণ না মৃত্যুবেশী নিদ্রা নামে চোখের 'পরে,
ক্লান্ত পায়ে বাদুড়ের মতন কালো ডানায় ভর করে,
তৎক্ষণাৎ লাইস্যাণ্ডারের চোখে এই শিকড় দিবি টিপে,
এর রসে আছে মহৎ গুণ দিলে হিসেব মেপে—
চোখের মায়া প্রেমের ঘোর, কাটে এরই স্পর্শে,
চোখের মণি আবার পাবে সহজ দৃষ্টি হর্ষে।
এই কাজল চোখে প'রে ঘুম ভাঙবে যখন,
এই ঘৃণাকে মনে হবে রাতের অলীক স্বপন।
এথেন্স্ অভিমুখে ফিরবে সুখী প্রেমিক-জুটি,
এই নূতন বাঁধন জীবনভোর আর যাবে না ছুটি।
করিস কাজটা। ওদিকে বিষম প্রেমের ঘোরে ভরেছি রাণীর চি
এই সুযোগে ভুলিয়ে নেব ভারতবাসী ভৃত্য
তারপরেতে রাণীর চোখেও দেব মুক্তি মন্ত্র,
আজব পশুর মায়া ভুলবে জগৎ হবে শান্ত।

পাক্। এসব কাজ হে পরীরাজ, করতে হবে তাড়াতাড়ি
মেঘের পথে রাতের দানব চলছে ছুটে পৃথ্বী ছাড়ি,
অদূরে ঐ পুবের গায়ে ঊষাদেবীর দৌবারিক
গোরস্থানে যাচ্ছে ফিরে ভূত-প্রেত সব আঁধার-শরীক
অপঘাতে মরেছে যারা বিদেশ বিভুঁই সাগরে
অভিশপ্ত আত্মা তাদের ফিরছে কীটের গহ্বরে।
ভয় ঢুকেছে প্রেতের রাজ্যে করলে দেরী পাছে
ধরা পড়ে ভয়াল রূপে দিনের আলোর কাছে।
আলোর হাসির সংগ থেকে স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন;
থমথমে কালো রাত্রির সাথে প্রণয় সম্ভাষণ।

ওবেরন। আমরা পরী, আমরা সুখী, আমরা অশরীরী,
ভোরের আলোর সংগে মোদের খেলা জগৎ জুড়ি;
বন থেকে বনান্তরে ছোটাছুটি বাঁধনমুক্ত

অগ্নিদীপ্ত পুবের তোরণ যাক না হয়ে উন্মুক্ত,
সাগরজলে ছড়াক আলো আনন্দেরই সুর ঢালি,
গাঢ় সবুজ নোনাজলে তরল সোনার অঞ্জলি
কাজ সারা হবে ; গা ঢেলে দেব অরুণাভার রাগে। [প্রস্থা।।

পাক্। এধারে ওধারে, এধারে ওধারে,
ঘুরিয়ে মারবো চক্রাকারে ,
আমার ভয়ে জগৎ কাঁপে ,
এধারে ওধারে পরীর শাপে।
এই যে একজন।

[লাইস্যাণ্ডারের-এর পুনঃপ্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। কোথায় তুমি উদ্ধত ডিমিট্রিয়াস ? বলো তুমি কোথায় ?

পাক্। এই যে শয়তান ! তলোয়ার হাতে প্রস্তুত ! তুমি কোথায় পালালে

লাইস্যাণ্ডার। এই যে আসছি, সামলাও।

পাক্। এস আমার সংগে ; সমতল ভূমিতে হবে লড়াই।

[কণ্ঠস্বর অনুসরণ-করতঃ লাইস্যাণ্ডার-এর প্রস্থান। ডিমিট্রিয়াস-এর পুনঃপ্রবেশ]

ডিমিট্রিয়াস। লাইস্যাণ্ডার। কোথায় তুই।
পলাতক, কাপুরুষ, শেষকালে রণে ভংগ দিলি ?
কোথায় তুই ? ঝোপঝাড়ে লুকিয়েছিস ? গা ঢাকা দিলি ?

পাক্। কাপুরুষ, তারার পানে চেয়ে তুই করিস ভারী বড়াই।
ঝোপঝাড়ের সংগে তোর যত বীরের লড়াই !
আয় না দেখি আমার কাছে, দুষ্টু ছেলে মস্ত !
চাবকেই তোকে টিট করবো, দরকার নেই অস্ত্র।

ডিমিট্রিয়াস। তাই নাকি আয় না কাছে ! যুদ্ধ শুধু দম্ভে না।

পাক্। গলা শুনে আয়রে সংগে হেথায় যুদ্ধ জমবে না।

[উভয়ের প্রস্থান। লাইস্যাণ্ডার-এর পুনঃপ্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। আগে আগে যাচ্ছে সে কথায় করছে আস্ফালন ;
গলা শুনে গিয়ে দেখি ব্যর্থ পদসঞ্চালন
আমার চেয়ে হাল্কা পায়ে ভীরু শয়তান পালাচ্ছে
যতই ছুটি ততই আরো দ্রুত সরে যাচ্ছে।
পথ হারিয়ে উঁচু নিচু হোঁচট খেয়ে অন্ধকারে

শ্রান্ত আমি এইখানেতে শোবো একটু হাফ ছেড়ে!
আসুক প্রভাত; ধূসর আলোয় হোক জগৎ দৃশ্যমান,
বার করবো শত্রু খুঁজে, শোধ দেব অপমান।

[নিদ্রা। পাক্ ও ডিমিট্রিয়াস-এর পুনঃপ্রবেশ]

পাক্। অহো হো কাপুরুষ! আসা হয় না কেন?

ডিমিট্রিয়াস। দাঁড়া যদি সাহস থাকে, কাণ্ড একি হেন?
দৌড়ে বেড়াস হেথায় হোথায় বুকের নেই পাটা;
মুখোমুখি দাঁড়াস না কেন? সাহসে আজ ভাঁটা?
কোথায় তুই?

পাক্। আয় না এখানে, এই যে আমি! আয় না!

ডিমিট্রিয়াস। দূর থেকে ঠাট্টা করছিস সহ্য আর হয় না!
দিনে দেখা হলে পিঠের চামড়া নেব খুলে;
যাবে এখন যেথায় ইচ্ছা চোখ আসছে ঢুলে;
শীতল ভূমির শয্যা পরে চিৎপটাং হবো,
সকাল হলে পরে তবে তোকে দেখে নেব।

[শয়ন ও নিদ্রা। হেলেনা-র পুনঃপ্রবেশ]

হেলেনা। হে ক্লান্ত রাত্রি, হে দীর্ঘ, হে মন্থর,
খর্ব করো তোমার কাল, দ্বার খোলো পূব দিগন্তের,
ভোরের করুণধারায় যাবো সুদূর শুভ্র এথেন্স্ নগর;
ঘৃণার দহনে দগ্ধ হৃদয় শান্তি পাক অনন্তের।
দরবিগলিত দুঃখের চোখে নিদ্রা ছোঁয়ায় মায়াঞ্জন,
আপন থেকে আপনাকে কেড়ে ভোলাক শোকের রোমন্থন।

[শয়ন ও নিদ্রা]

পাক্। এতক্ষণে তিনটে হোলো? আরেকটা নিখোঁজ যে!
জোড়ায় জোড়ায় চারটে হবে, এখনো এরা বেজোড় যে।
ঐ যে আসছে হারানিধি, দুঃখে বিপর্যস্ত,
কন্দর্পটা বেজায় দুষ্টু রঙ্গে সিদ্ধহস্ত,
বেচারী বিবি একশা হোলো, জব্দ জবরদস্ত!

হার্মিয়া। শ্রান্তি এমন আসেনি কখনো, আসেনি এমন দুঃখ,
তুষারশীতল শিশিরে স্নাত, কাঁটায় চরণ আহত;

সহ্য হয় না পথ চলা আর হারিয়ে চলার লক্ষ্য ;

হৃদয়ের মত আকুলতা সব স্খলিত চরণে ব্যাহত।

বিশ্রাম চাই নিদ্রা গভীরে প্রভাত অপেক্ষায় ;

লাইস্যাণ্ডার অক্ষত থাক স্বর্গ-তিতিক্ষায়। [শয়ন ও নিদ্রা]

পাক্। ঘুমোও শুয়ে

শীতল ভুঁয়ে,

দেব চোখে

ওষুধ মেখে,

উপেক্ষিতার মান রেখে।

[লাইস্যাণ্ডার-এর চক্ষে রস লেপন]

জেগে উঠবি,

ভালবাসবি,

মাথার দিব্যি

হবি ভব্যি ;

ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো।

লোকে বলে প্রবাদ জেনো,

জন্ম মৃত্যু বিয়ে

বিধাতাকে নিয়ে।

তুমিই বন্ধু দেখাবে

জেগে উঠেই ধেড়াবে,

রাজপুত্তুর কন্যা পাবে ;

নটে গাছটি মুড়িয়ে যাবে ;

যে যার নিজের কনে নিয়ে ছাঁদনাতলা যাবে !

। চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য । পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ ।

[লাইস্যাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হেলেনা ও হার্মিয়া নিদ্রিত । পরীদল-সমভিব্যাহারে টিটানিয়া ও বটম্-এর প্রবেশ ; পশ্চাতে অদৃশ্য ওবেরন ।]

টিটানিয়া । এসো প্রিয় হেথায় শুভ্র পুষ্পাসনে,
হাত বুলোই টোল-খাওয়া নরম তুলতুলে গালে,
চকচকে ঐ মাথায় গুঁজি গোলাপ গুণে গুণে,
কুলোর মতন কানদুটিতে চুম্বন দিই ঢেলে ।

বটম্ । কুমড়োফুল কোথায় ?

কুমড়োফুল । এই যে ।

বটম্ । আমার মাথাটা চুলকে দাও তো, কুমড়োফুল । উর্ণনাভ মশাই কোথায় গেলেন ?

উর্ণনাভ । এই যে ।

বটম্ । উর্ণনাভ মশাই, মহাশয় উর্ণনাভ ; অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে দুব্বা-র ডগায় বসা লাল-পেট মৌমাছি শিকার করে আসুন তো । অর্থাৎ, মশাই মৌমাছির মধুভরা পাকস্থলীটা চাই । খুব বেশী ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়বেন না যেন ; আর সাবধান থাকবেন, পাকস্থলীটা যেন হঠাৎ ফেটে না যায় ; হুজুর যে মধুর প্রপাতে হাবুডুবু খাবেন এটা আমার ভাল লাগবে না । সর্ষেগুঁড়ো মশাই কোথায় ?

সর্ষেগুঁড়ো । এই যে ।

বটম্ । হাতখানা দেখি, সর্ষেগুঁড়ো মশাই ! দূরে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন না করে কাছে আসুন দিকি ।

সর্ষেগুঁড়ো । কি আদেশ ?

বটম্। কিচ্ছু না মশাই, শুধু বীর কুমড়োফুলকে একটু চুলকোতে সাহায্য করুন তো। নাপিত ডাকতে হবে দেখছি, কারণ মনে হচ্ছে মুখে আশ্চর্য রকমের দাড়িগোঁফ গজিয়ে গেছে; এবং আমি গাধা এমনই নরম যে দাড়ি চিড়বিড় করলেই না চুলকে পারি না।

টিটানিয়া। প্রিয়তম শুনবে কোনো সংগীত-রাগিনী?

বটম্। হ্যাঁ, সংগীত-আদি ব্যাপারে আমার কাণ মোটামুটি ভালই তয়ের আছে। হোক, একটু ঢাকঢোল হোক।

টিটানিয়া। নইলে বলো কোন্ ব্যঞ্জন খেতে ইচ্ছে করো।

বটম্। ব্যঞ্জন? তা, কয়েক মুঠো বিচালি আনো তো। আবার মিহি করে কুচোনো ঘাস চিবোতেও ভাল লাগে। তার চেয়ে বোধহয় এক বাটি খড় খেতেই ইচ্ছে করছে: তাজা খড়, মিষ্টি খড়ের চেয়ে আর কি জিনিস আছে?

টিটানিয়া। আমার দলে আছে এক সাহসী পরী, আনবে সে কাঠবেড়ালির ভাণ্ডার ভেঙে কচি কচি বাদাম।

বটম্। না, না, তার চেয়ে শুকনো আমের আঁটি এক আধটা হোক না। যাক, তোমার দলবলকে বলে দাও আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে; একটু যেন নিদ্রার উদ্রেক অনুভব করছি।

টিটানিয়া। ঘুমোও তুমি, বাঁধবো তোমায় মৃণাল বাহুপাশে।
পরীরা সব যা রে দূরে, আর আসিস না ফিরে।

[পরীদের প্রস্থান]

এমনি করে মাধবীলতা, বল্লরী আর লজ্জাবতী,
এমনি ক'রেই বনের ব্রততী জড়িয়ে ধরে বটের বাহু।
অশেষ আমার ভালবাসা, তোমার তরে পাগল।

[উভয়ের নিদ্রা। পাক-এর প্রবেশ]

ওবেরন। [অগ্রসর হইয়া] আয় রে রবিন, দেখছিস, কি অপূর্ব দৃশ্য!
পাগলামির এই অসংযমে এখন যেন দুঃখ হচ্ছে!
একটু আগে রাণীর দেখা পেয়েছিলাম বনে,
ঘৃণ্য এই নির্বোধের মন পেতে আকুল;
ধমকে উঠে বাধিয়ে দিলাম প্রচণ্ড কলহ।

দেখি কি এর লোমশ ভালে পরিয়েছে মুকুট,
সুগন্ধ ফুলের মালা গেঁথে।
আধফোটা সব মুকুলমাঝে যে শিশিরবিন্দু জ্বলে,
মাঝে মাঝে মুক্তোর মতন মসৃণ গোল শুভ্র,
তারাই এখন রূপসী ফুলের সুন্দ নয়নে
টলমল করে অশ্রু-সম ফুলের অপমানে।
আয়েস করে মজা করে করা গেল উপহাস,
জবাবে সে শুধুই করে মার্জনা ভিক্ষা,
কিন্তু অটল থাকে প্রেমে ; সেই সুযোগে
ঝগড়ার মূল ছেলটিকে চাইবামাত্র দিয়ে দিল,
এক পরীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমার কুঞ্জবনে।
ছেলেটিকে পেয়েছি যখন, এইবারেতে সন্ধি ,
চক্ষু থেকে দূর করবো জঘন্য এই মায়াঘোর।
আর এথেন্স্ এর এই গো-বেচারার মাথা ফিরিয়ে দে,
যাতে জেগে উঠে ফিরতে পারে সবার সাথে শহরে।
আজকে রাতের দুর্বিপাক ও র মনে থাকবে জেগে
শুধুমাত্র দুঃস্বপ্নের করাল স্মৃতি রূপে।
রাণীকে আগে মুক্তি দেওয়া যাক।

[টিটানিয়া র চক্ষুতে রস প্রদান]

যেমন ছিলে তেমনি হও ,
দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হও ;
চাঁদের শিকড় করবে ক্ষয় !
মদনফুলের পরাজয় !

টিটানিয়া ! রাণী আমার ! এবার জাগো, ওঠো !

টিটানিয়া। ওবেরন ! কি বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন !
দেখলাম, আমি গাধার প্রেমে পড়েছি।

ওবেরন। ঐ যে তোমার প্রেমাস্পদ।

টিটানিয়া। একি ! সত্যি নাকি ? ঘটলো কি করে ?
ঈশ ! ওকে দেখে এখন আমার গা রী রী করছে।

ওবেরন। একটুখানি চুপ করো। রবিন, সরা গাধার মাথা।

টিটানিয়া, আদেশ কর্লো, জাগুক গীত-মূর্ছনা ;
ঘুমন্ত এই পঞ্চমানব আরো গভীর ঘুমে লুটোক,
মৃত্যুসম বিস্মৃতিতে লুপ্ত হোক চেতনা।

টিটানিয়া। সংগীত হোক! নিদ্রার আরাধনা।

[সংগীত আরম্ভ ও শেষ]

পাক্। জেগে উঠে নিজের বোকাটে চোখেই ড্যাব ড্যাব করে তাকাস।

ওবেরন। চলুক সংগীত! এস রাণী, দাও হাত হাতে
নৃত্যছন্দে জাগাও দোলা এই ধরণীর বুকে।
পুনর্মিলন তোমার আমার আজকের দিন থেকে ;
কালকে যাবে রাত্রি-নিশীথে আনন্দের বাণ ডেকে,
থিসিয়াস-এর গৃহে মোরা নাচবো জয়ের উৎসবে,
মুখরিত করবো গৃহ আশীর্বাদের সাম-রবে ;
এরাও সেথায় জোড়ায় জোড়ায় বাহু বেঁধে হাজির হবে,
থিসিয়াস-এর সঙ্গে এরাও পরিণয়ের মন্ত্র নেবে।

পাক্। পরীর রাজা, ঐ শুনুন! খুব সাবধান!
কোকিল গাইছে ভোরের কুহুতান!

ওবেরন। তবে এস রাণী আমার করুণ নিস্তব্ধতায়
রাত্রিছায়ার পেছনে ছুটি অন্বেষণের মত্ততায় ;
ভবঘুরে চাঁদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি
জগতের এক আঁধার কোণ খুঁজে নিতে পারি।

টিটানিয়া। এস রাজা যেতে যেতে বলো দেখি আমাকে
কেমন করে আজকে রাতে পেলে খুঁজে আমাকে
মাটির পরে নিদ্রামগ্ন চারিদিকে মানুষ,
পরীর রাণীর হিয়ায় কেন এল হেন কলুষ।

[সকলের প্রস্থান। নেপথ্যে তূরীধ্বনি]

[থিসিয়াস, হিপোলিটা, ইজিয়াস ও রক্ষীর প্রবেশ]

থিসিয়াস। যাও একজন, ডেকে আনো বনরক্ষককে।
পরিদর্শন, শেষ হয়েছে, উষা নবীন এখনো ;
শুনবে প্রিয়া রুদ্রতাল শিকারী কুকুর-ডাক ;

শিকল খুলে ছেড়ে দে ওদের পশ্চিমের ঐ উপত্যকায় ;
যা রে ছুটে, বনরক্ষককে খবর দে !

[জনৈক রক্ষীর প্রস্থান]

এস রাণী আমরা যাব ঐ শৈলের শিখরে,
শুনবে তুমি গর্জন আর প্রতিধ্বনির ঘুর্ণীঝড়,
এলোমেলো অসংগতির সুসংগীত মধুর স্বর ।

হিপোলিটা । হয়েছিলাম বহু আগে হারকিউলিস-এর অতিথি,
দেখেছিলাম ক্রীট-দ্বীপে ভালুক-শিকার খেলা ।
কুকুরগুলো স্পার্টা নগরীর । এমন আর শুনিনি কখনো
রণহুংকার আর গর্জন , সেই আশ্চর্য জয়গানে,
অরণ্য আর সুদূর আকাশ, ঝর্ণাধারা চারিপাশ
জমাট বেঁধে উঠলো হয়ে বিশাল এক ঝংকার ।
বে-সুরের কি অপূর্ব সুর ! কি কোমল সে বজ্রপাত !

থিসিয়াস । আমার কুকুরগুলোও সেই স্পার্টায় প্রতিপালিত,
তেমনি এদের মুখের গড়ন, তেমনি হলুদ রং ,
তেমনি দীর্ঘ কান নেড়ে এরা ঝাড়ে ভোরের শিশির ,
তেমনি পেশল এদের গ্রীবা, তেমনি শক্ত পা ,
গতি তেমনি মন্থর এদের , কণ্ঠে তেমনি বিষম জোর ;
সুরেলা এমন চীৎকার কভু শোনেনি কোনো শিকারী,
না ক্রীট্-এ, না স্পর্টায়, না থেসালি ।
শুনে নিজেই বুঝবে । একি ? এ মেয়েরা কারা ?

ইজিয়াস । প্রভু, এই আমার কন্যা হেথায় ঘুমিয়ে আছে ,
এই যে লাইস্যাণ্ডার, আর এই ডিমিট্রিয়াস ;
আর এই হেলেনা, নেডার কন্যা হেলেনা ;
সবাই এরা একসাথে হেথা জুটলো কেমন করে ?

থিসিয়াস । ভোরে উঠে পালিয়ে এসেছে ঋতুর মহোৎসবে ;
অপেক্ষা এদের আমাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতে ।
কিন্তু ইজিয়াস বলো আজই তো সেই দিন,
আজই তো হামিয়া তার চরম জবাব দেবে ?

ইজিয়াস । এই সেই দিন, প্রভু ।

থিসিয়াস। যাও, শিকারীদের আদেশ জানাও তূর্যধ্বনিতে ভাঙাক এদের ঘুম।

[নেপথ্যে তূর্য ও কোলাহল; লাইস্যাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হেলেনা ও হার্মিয়ার চমকিত হইয়া জাগরণ]

সুপ্রভাত, বন্ধুগণ। হয়েছে গত বসন্তকাল;
এত পরে কেন এই বাহার রাগে মিলন কুজন ?

লাইস্যাণ্ডার। মাপ চাইছি, প্রভু।

থিসিয়াস। উঠে দাঁড়াও তো সবাই।
আমি জানতাম তোমরা দুজনে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী;
ধরায় আজকে জাগলো কেন মিলের ঐকতান ?
হিংসাদ্বেষ কি বিদায় নিয়েছে ? নইলে এমন শত্রু
পাশাপাশি কেমন করে নিদ্রা গেল ভাবি!

লাইস্যাণ্ডার। হে রাজন্, বিস্ময়ে অভিভূত নিজেই আমি, তবু বলছি;
তন্দ্রা লেগে রয়েছে এখনো জাগরিত চোখে;
সঠিক কিছুই বলতে পারি না কেমন করে এলাম হেথায়;
তবে মনে হচ্ছে—যদ্দুর ঠাহর হয়—হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে—
হার্মিয়া-র সঙ্গে আমি এসেছিলাম হেথায়,
ইচ্ছে ছিল যেখানে হোক এথেন্স্-এর বাইরে,
এথেন্স্-এর কুটিল আইনের সীমানা ছাড়িয়ে
বাঁধবো একটি ঘর।

ইজিয়াস। হয়েছে,হয়েছে, প্রভু যথেষ্ট হয়েছে,
আইন কোথা ? আইন মেনে দিন মৃত্যুদণ্ড।
এরা পালাচ্ছিল ছলনা করে। শুনেছ, ডিমিট্রিয়াস,
পলায়নে তোমায় আমায় করতো পরাজিত,
তোমার যেত স্ত্রীরত্ন, আমার যেত পিতৃগর্ব,
কারণ গর্ব আমার, কন্যা দেব তোমার হাতে তুলে।

ডিমিট্রিয়াস। মহান অধিপতি, জানতে পেরে হেলেনারই মুখে
ওদের পলায়নের উদ্দেশ্য ক্রোধের জ্বালায় পিছু নিলাম আমি।
আর রূপবতী হেলেনা এল ভালবাসার টানে।
কিন্তু; হে রাজন, জানি না সে কি মন্ত্রশক্তি,

মন্ত্র ছাড়া কিই বা একে বলতে আমি পারি;
যার বলে হার্মিয়ার প্রতি ভালবাসা
এক নিমেষে গলে গেল তুষারকণার মতন ;
সে প্রেম এখন স্মৃতির পটে শৈশবের খেলনা-সম,
মেতেছিলাম অবোধ খেলায়—এখন মূল্যহীন।
বুকে আমার যত ধর্ম, হৃদয়ে যত ব্যাকুলতা,
চোখে যত নির্ঝরিণী আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের,
সবাই এখন হেলেন-কে ঘিরে। হার্মিয়াকে দেখার আগে
ও-ই ছিল বাকদত্তা আমার, জানেন আপনি প্রভু।
কিন্তু রোগগ্রস্ত মুখে তো আর মিষ্টিফল রোচে না!
তবে সে রোগ থেকে মুক্ত হয়েছি, স্বাস্থ্য আবার সমুজ্জ্বল
এবার নেব মাথায় করে উপেক্ষিত প্রেমকে আবার,
অন্তরে রাখবো তাকে দেদীপ্যমান,
এ জীবনে আর কভু ফেলব না ধুলায়।

থিসিয়াস। শ্রেষ্ঠ প্রেমিক তোমরা যুগল, হয়েছে দেখা শুভক্ষণে!
ক্রমে ক্রমে শুনবো আরো এ কাহিনীর বিবর্তন।
ইজিয়াস করছি নাকচ তোমার আবেদন।
কারণ মন্দিরে আজ আমার সঙ্গে দুই দম্পতিরা
ফুলডোরে ধরা দেবে চিরমিলন আশে।
তপন-উদয়ে ভোরের ধূসর পেয়েছে ক্ষয়, শিকার আজ থাক!
চলো যাই এথেন্স্-এ! তিন জোড়া দম্পতি
মাতবো ভোজে স্মরণ করে ভবিষ্যতের সংহতি
এস, হিপোলিটা! [থিসিয়াস, হিপোলিটা ও অনুচরবর্গের প্রস্থান]

ডিমিট্রিয়াস। এসব ঘটনা যেন হয়ে গেছে ক্ষুদ্র, সুদূর—
দিগ্‌বলয়ের পাহাড় হয়েছে স্তম্ভিত মেঘ।

হার্মিয়া। দ্বিধাগ্রস্ত চোখ যেন দ্বিধায় বিভক্ত,
জাগছে চোখে প্রতি দৃশ্যের দুই বিভিন্ন রূপ।

হেলেনা। আমারো তাই মনে হচ্ছে!

ডিমিট্রিয়াস-কে পেয়েছি কুড়িয়ে অরূপরতন-সম ,
পেয়েছি, অথচ পাইনি যেন !

ডিমিট্রিয়াস। জেগে আছি কি ?
হয়তো এখনো সুপ্তিমগ্ন, হয়তো দেখছি স্বপ্ন !
রাজা এসেছিলেন এক্ষুণি ? ঠিক জানো, জানিয়েছেন আমন্ত্রণ ?

হার্মিয়া। এসেছিলেন ; সঙ্গে ছিলেন পিতা।

হেলেনা। হিপোলিটা-ও ছিলেন।

লাইস্যাণ্ডার। মন্দিরে যেতে দিয়েছেন আমাদের আদেশ।

ডিমিট্রিয়াস। তবে তো জেগেই আছি ! চলো যাই ওঁর কাছে।
যেতে যেতে কথা হবে স্বপ্ন সম্বন্ধে। [সকলের প্রস্থান]

বটম্। [জাগিয়া] আমার কিউ এলেই আমায় ডাকবে, উঠে পার্ট বলবো পরের ধরতাইটা হোলো, 'হে, জ্যোতির্ময় পিরামুস !'একি পিটার কুইন্‌স্ ! হাপরওয়ালা ফ্লুট ! কামারের পো স্নাউট ! স্টার্ভ্‌লিং ! দেখেছ ? দেখেছ ? লম্বা দিয়েছে আমাকে ফেলে ! আমি একখানা অসাধারণ স্বপ্ন দেখেছি, একটি অসম্ভব কল্পনা। সে স্বপ্ন যে কি স্বপ্ন তা বলা কোনো মানুষের বুদ্ধিতে কুলোবে না ! এ স্বপ্নের তাৎপর্য বলতে যে মাথা কুটবে সে এক গাধা। দেখলাম আমি ইয়ে হয়েছি, কি যে হয়েছি কি বলবে ? দেখলাম আমি ইয়ে হয়েছি—দেখলাম আমার লম্বা দুটো ইয়ে —ইয়ে দুটো যে কি ইয়ে তা যে জানতে চাইবে সে আহাম্মুক রঙচঙে ভাঁড় ! মনুষ্যচক্ষু কখনো শোনেনি, মনুষ্যকর্ণ কখনো দেখেনি, মনুষ্যহস্ত কখনো চাটেনি, মনুষ্যজীব কখনো ভাবেনি, মনুষ্যহৃদয় কখনো ছোঁয়নি এমন গোলমেলে স্বপ্ন ! পিটার কুইন্‌স্-কে বলবো এই স্বপ্নটা নিয়ে একটা তরজা লিখে ফেলতে। তরজার নাম হবে "পাছাপেড়ে স্বপ্ন," কারণ এর আগাও নেই, পাছাও নেই। নাটকের শেষে রাজার সামনে একদিন তরজাটা গাইতে হবে। পাছাপেড়ে যখন, তখন রাণীর মৃত্যু-উপলক্ষে কীর্তনের মতন করে গাওয়াটাই শোভন হবে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। এথেন্স্। কুইন্স্-এর গৃহ।

[কুইন্স্, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রবেশ]

কুইন্স্। বটম্-এর বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলে? ঘরে ফেরেনি এখনো?

স্টার্ভলিং। কোনো খবর নেই। মনে হয় সে পাগল হয়ে বিবাগী হয়েছে।

ফ্লুট। যদি না আসে, তবে তো নাটকটার দফা রফা, কি বলো? অভিনয় তো করা যাবে না।

কুইন্স্। অসম্ভব। পুরো শহরে পিরামুস-এর পার্ট করতে পারে এমন আর একটা লোক নেই।

ফ্লুট। সত্যি মজুরদের মধ্যে অমন বুদ্ধিমান আর নেই।

কুইন্স্। ওর মতো ভাল লোকও আর নেই। আর গলা কি! যেন উপপতি মন্ত্র পড়ছে!

ফ্লুট। উপপতি নয়, উপাচার্য বলা উচিত; উপপতি মন্ত্র পড়বে কেন? উপপতি বড় বাজে মাল!

[স্নাগ্-এর প্রবেশ]

স্নাগ। শুনেছ? রাজা ফিরেছেন মন্দির থেকে সঙ্গে আরো দু-তিনজন ভদ্রলোক ও মহিলা, এঁদেরও দল বেঁধে বিয়ে হয়ে গেছে। ঈশ, আজ যদি অভিনয়টা করতে পারতাম, তবে বকশিসের চোটে বাবু হয়ে বসতাম!

ফ্লুট। হায়রে বন্ধু বটম্ গুণ্ডা! তুই এ জীবনে কি হারালি! একদিনে চার আনা কড়কড়ে পয়সা পেতিস; পায়ে ঠেললি? চার আনা সে পেতই; পিরামুস-এর পার্ট দেখে রাজা চার আনা পয়সা দিতেন না? এ কখনো বিশ্বাস হয়? এত ভাল করছিল পার্টটা! চার আনা বকশিস পেতই! পিরামুস-এর পার্টে দিন চার আনা রোজগার, এমন কি আর বেশি বলেছি?

[বটম-এর প্রবেশ]

বটম্। ছেলেগুলো গেল কোথায়? দিলদরিয়ারা গেল কোথায়?

কুইন্স্। বটম্! আজ কি সুখের দিন!

বটম্। বন্ধুগণ আশ্চর্য সব ঘটনা বিধৃত করতে পারি; জানতে চেয়ো না; যদি বলি তবে আমি নেহাৎ চাষা! তবে পরে বলবো, সব বলবো, ঠিক যেমন ঘটেছিল।

কুইন্স্। বলো, সব বলো, বটম্!

বটম্। আজ একটি কথাও নয়। এটুকু বলতে পারি, রাজার ভোজসভা শেষ হয়েছে। পোশাক টোশাক গুছিয়ে নাও; দাড়িগুলোয় লাগাও নূতন সুতো, জুতোয় বাঁধো বাহারে ফিতে; একটু পরে রাজবাড়িতে এসে হাজির হয়ো সবাই; পার্টটার্ট দেখে রেখো প্রত্যেকে, কারণ মোটমাট আমদের নাটক নির্বাচিত হয়েছে। আর যাই করো বাবা থিস্‌বি-র জামাকাপড় যেন পরিষ্কার হয়; আর সিংহের পার্ট যে করবে সে যেন নখ না কাটে, ওগুলোই থাবার মতন বেরিয়ে থাকবে। আর, ভাইসব, আজকে পেঁয়াজ-রসুন খেও না কেউ, দোহাই তোমাদের। মুখ থেকে মিষ্টি গন্ধ বেরুলে তবে ভদ্রলোকেরা বলবেন, 'বাঃ বেশ মিষ্টি নাটক!' আর কথা নয়, বেরোও সব, যাও এখান থেকে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এথেনস্। থিসিয়াস-এর প্রাসাদ।

[থিসিয়াস, হিপোলিটা, ফিলোষ্ট্রেট, সম্ভ্রান্ত অতিথিবর্গ এবং অনুচরদিগের প্রবেশ]

হিপোলিটা। ওরা যা বলছে থিসিয়াস সে তো বড়ই আশ্চর্য।

থিসিয়াস। আশ্চর্য কিন্তু অসম্ভব, হয় না আমার বিশ্বাস
পৌরাণিক কিংবদন্তী আর রূপকথার পরীর গল্প।
প্রেমিক আর উন্মাদের উত্তপ্ত কল্পনায়
উদ্ভট আর অবাস্তব নিত্য উৎসারিত,
বিবেচনা, বুদ্ধিসীমা অট্টহাস্যে লজ্জিত।
পাগল, প্রেমিক আর কবি—
মনোলোকের বৈচিত্র্যে তিনজনই সমান।
একজনের চোখে ভাসে লক্ষ প্রেত নারকা,
তাকেই বলি পাগল, প্রেমিক তেমনি আকুলতায়
কৃষ্ণকলি মেয়ের মুখে দেখে অতুল রূপ,
কবির চোখও সূক্ষ্ম কি এক উন্মাদনায়
ছুটে বেড়ায় জগৎ থেকে আকাশ, আকাশ থেকে জগতে,
খুঁজে বেড়ায় পরশমাণিক, অন্তরের কল্পরূপ,
মনে মনে অনন্তের মূর্তি গড়ে, তারপর নেয় কলম,
লেখারেখায় সেই মূরতি আঁকে, যা ছিল নিঃসীম শূন্য,
তাকেই দেয় গৃহের সীমা, আনে তাকে কাছাকাছি,
নূতন নামের পরিসরে বাঁধে তাকে আদর করে।
মানব-মনের কি বিচিত্র খেলা, আনন্দের পরশ পেলেই

খুঁজে বেড়ায় খেয়ালিপনায় চিরানন্দের উৎসলোক।
তেমনি আবার রাতের আঁধারে মনে যদি ভয় ঢোকে,
ঝোপঝাড়কে ভালুক ভেবে পালায় ছুটে কত লোকে!

হিপোলিটা। কিন্তু কাল রাতের কাহিনী বার বার শুনে,
চারজনেই একই ভাষণ সাড়া জাগায় প্রাণে,
শুধুমাত্র কল্পনায় কি এ ঘটনা সম্ভব?
হোক না কেন আশ্চয হোক না কেন বিস্ময়কর
পরস্পরের কথাই এদের সততার সাক্ষী।

থিসিয়াস। এই আসছে প্রেমিকরা, আনন্দে মুখর!
[লাইস্যাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হার্মিয়া ও হেলেন -র প্রবেশ]
সুখী হও, বন্ধুগণ, হিয়ায় জাগুক নিতি নিতি
নূতন প্রেমের সাড়া।

লাইস্যাণ্ডার। তেমনি জাগুক প্রভুর গৃহে, উদ্যানে, শয্যায়।

থিসিয়াস। এস এবার, কি নাচ হবে, মুখোস নাচ?
ফুলশয্যার, এখনো তিন ঘণ্টা বাকি,
এই সুদীর্ঘ যুগ অতিবাহিত করবো কেমন করে?
কোথায় গেল বিদূষক রাজসভার আমোদ কর্তা?
আমোদপ্রমোদ হবে কি আজ? নাটক নেই কিছু?
লাঘব করবো কি উপায়ে প্রতীক্ষার এই যন্ত্রণা?
ফিলোষ্ট্রাটে-কে ডাকো।

ফিলোষ্ট্রাটে। এই যে এক নির্ঘণ্ট; সব ব্যবস্থার তালিকা;
দেখুন স্বয়ং হুজুর কোন্‌টা প্রথম শুনতে চান। [লিপি প্রদান

থিসিয়াস। [পড়িয়া] 'সেণ্টর বাহিনীর যুদ্ধের পালাগান'
শিল্পী: এক এথিনীয় খোজা, তার-যন্ত্রে পটু।
না, এ চলবে না; গল্পটা পুরো বলেছি প্রিয়াকে
আত্মীয় আমার হারকিউলিস-এর সম্মানার্থে।
'মত্ত ব্যাকানালদের নৃত্য এবং অরফিয়ুস-হত্যা',
এ তো বহু পুরোনো নাটক; থীব্‌স্ থেকে ফিরলাম যখন
দিগ্বিজয় সেরে, এ নাটকই তো দেখেছিলাম।
'দরিদ্রদশায় শিক্ষার মৃত্যুতে বাক্‌দেবীর শোক';

এটা বোধহয় ব্যঙ্গনাট্য, ক্ষুরধার এর শ্লেষ,
অত্যন্ত বে-মানান বিবাহ উৎসবে।
'পিরামুস এবং থিসবি-র প্রেমোপাখ্যান
অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক ক্লান্তিকর নাটিকা, অতি করুণ হাস্যরস।'
করুণ অথচ হাস্যরস, ক্ষুদ্র অথচ ক্লান্তিকর!
এ যে দেখছি গরম বরফ, অতি আশ্চর্য তুষার।
এই অসংগতির সংগতিটা কেমন হবে জানো?

ফিলোষ্ট্রাটে। নাটক এটা হুজুর মালিক গুটি দশেক কথার,
সত্যি এটা ক্ষুদ্র নাটক, ক্ষুদ্রতর দেখিনি।
আবার দশটা কথাও না থাকলেই হোতো যেন ভাল,
তাই ক্লান্তিকর। আগাগোড়া একটা কথার নেই সামঞ্জস্য,
নেই কোনো কাণ্ডজ্ঞান একটা অভিনেতার,
আর করুণ তো বটেই প্রভু, পিরামুস যে আত্মঘাতী,
মহড়া দেখতে বসে চোখের জলে ভেসে গেলাম,
এমন উচ্চ হাসির অশ্রুপাত করেনি কেউ কভু।

থিসিয়াস। অভিনয় করছে কারা?

ফিলোষ্ট্রাটে। কড়া হাতের মেহনতি মানুষ এরা এথেন্স্-এর,
মাথা খাটিয়ে কাজ বোধহয় জীবনে এই প্রথম।
অনভ্যস্ত স্মৃতির পরে চাপিয়েছে বিষম বোঝা,
প্রাণপণে নাটক করবে হুজুরের বিবাহে।

থিসিয়াস। তবে শুনবো এ নাটক।

ফিলোষ্ট্রাটে। না, না, মহান রাজা!
হুজুরের অযোগ্য, শুনেছি বারবার, বাজে জিনিস,
একেবারে বাজে! উদ্দেশ্যটা মহৎ ছিল, হুজুরের সেবা,
তবে প্রচণ্ড চেষ্টা আর প্রাণান্ত মুখস্থে
সে উদ্দেশ্য বেঁকেচুরে বিকটরূপ ধরেছে,
হাসতে যদি চান হুজুর শুনুন এই নাটক।

থিসিয়াস। শুনবো এই নাটক,
ওদের সারল্য আর শ্রদ্ধা মিশে অপূর্ণতা পূর্ণ হবে!

যাও, নিয়ে এস ওদের ; মহিলাগণ, আসন নিন।

[ফিলোস্ট্রাটের প্রস্থান]

হিপোলিটা। মূর্খতার ধ্বস্তাধ্বস্তি ভাল লাগবে না আমার,
রাজসেবার ঠেলায় এমন নিজের গলা কাটা, এ কি ভাল ?

থিসিয়াস। কি বলছ প্রিয়তমা ? অত খারাপ হবে না।

হিপোলিটা। ফিলোষ্ট্রাটে বলে গেল অক্ষম ওরা অতিশয়।

থিসিয়াস। সেই অক্ষমতার অর্ঘ্য নেব কৃতজ্ঞ চিত্তে।
ওদের যেটা শূন্যতা সেটাই হবে পূর্ণতা আমাদের মনে।
রাজসেবায় হয়তো ওদের প্রমাদ অনেক থাকবে,
রাজার কাছে প্রয়াস বড়ো, প্রতিভার চেয়ে।
যেখানে গেছি শুনেছি অনেক স্বাগত-বক্তৃতা,
বহুযত্নে রচনা আর বহু কষ্টে মুখস্থ,
দেখেছি তাদের বিবর্ণ মুখ; কেঁপেছে হঠাৎ ভয়ে,
কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে বক্তৃতার মাঝেই,
আয়াসলব্ধ কথার তোড়ের কণ্ঠ রুদ্ধ ত্রাসে,
শেষ পর্যন্ত মূক হয়ে পালিয়েছে ছুটে,
স্বাগতম আর হয়নি বলা। তবু প্রিয়া
অনুক্ত সেই কথার মাঝেই পেয়েছি খুঁজে স্বাগতম,
সন্ত্রস্ত লাজুক যুত রাজ-সম্ভাষণ.
কম নয় সে সপ্রতিভ বাগ্মিতা থেকে
না-বলার অন্তরালে বলে আমার কাছে
ভালোবাসার জীভ জড়ানো সারল্য যার আছে।

[ফিলোষ্ট্রাটের পুনঃ প্রবেশ]

ফিলোষ্ট্রাটে। হুজুরের আজ্ঞা হোক, এবার গৌরচন্দ্রিকা হবে আরম্ভ !

থিসিয়াস। আরম্ভ হোক !

[তূর্যধ্বনি। সূত্রধারবেশে কুইন্‌স্‌-এর প্রবেশ]

সূত্রধার। যদি করি অপমান দর্শকবৃন্দে ইচ্ছাক্রমে সে অপমান।
স্বপ্নেও দিবেন না স্থান করাই মোদের উদ্দেশ্য,
ইচ্ছা করি শুধু ! প্রদর্শিতে মোদের সরল সহজ নাট্যমান
ইহাই মোদের কাল হইল, বৈধব্যের হবিষ্য !

মনে করুন আপনারা অতি অভাজন। মোরা আসিনু হেথা
অতীব ঘৃণায়।

আসি নাই মোরা তুষিতে সমাগতজনে
সত্য মোদের অভীষ্ট। সকলের মনের বাসনা পুরাতে
কাণায় কাণায়;

আসি নাই হেথা। যেন জ্বলেন তেলে ও বেগুনে,
নটগণ আসিছে হোথা। উঁহাদেরি অভিনয়
যাহা কিছু জানিবার আছে সবই জানায়।

থিসিয়াস। লোকটার কথায় দাঁড়ি-কমা'র কোনো বালাই নেই!

লাইস্যাণ্ডার। ওর বক্তৃতার তুলনা শুধু পাগলা ঘোড়া! ছন্দহীন তালহীন লাফালাফি! একটা নীতিবাক্য শেখা গেল প্রভু, শুধু বলিলে চলে না, থামিতেও জানা চাই।

হিপোলিটা। সত্যি, শিশুর হাতে ভেঁপুর মতন দিয়ে গেল বক্তৃতাটা; শব্দ আছে শব্দটা অসত্তে নেই।

থিসিয়াস। হ্যাঁ, যেন জট পাকানো দড়ি। ছেঁড়েনি কোথাও, তবে এমন তালগোল পাকিয়েছে যে দড়ি বলে চেনা যায় না।

[পিরামুস, থিসবি, প্রাচীর, চাঁদমামা ও সিংহের প্রবেশ]

সূত্রধার। ভদ্রমণ্ডলী মনে কি হয়েছে বিস্মিত এই মিছিল দেখি?
বিস্ময়ের ঘোর কাটিবে শীঘ্র সত্যের দীপ্ত আলোকে!
ঔৎসুক্য নিবারণ তরে বলি, এই ব্যক্তি পিরামুস বই কি,
আর এই অপ্সরা বিনিন্দিত মহিলা থিসবি হেথা ঝলকে।
এই ব্যক্তি বক্ষে-পৃষ্ঠে চুন-সুরকি বহে অকাতরে,
এ-ই হইল প্রাচীর অভাগা, প্রেমের বাধাস্বরূপ,
ইহারই গাত্রে ছিদ্র পথে দুর্ভাগা প্রেমিক আলাপ করে,
নাট্যমধ্যে ইহারে দেখিয়া বিস্ময় না মানিও অপরূপ।
এই যে ব্যক্তি হস্তে ধরিছে প্রদীপ, কুত্তা ফণীমনসা,
ইনিই চন্দ্রদেব সর্বোপাস্য, চাঁদমামা লোকে কহে যাঁহারে,
কেন না চন্দ্রালোকে প্রেমিক-প্রেমিকা আলাপনে হারাইবে দিশা
নিনুর সমাধি-পার্শ্বে তাহারা হস্তধৃতাধৃতি করে।
এই জন্তু ভয়ংকর, সিংহ নামেতে বিদিত;

প্রেমিকা থিবসি প্রথমে পুহুছিতে,
ঘাবাড়াইল সিংহ হেরি আচম্বিতে,
পলাইতে গিয়া শালটি তাহার ধূলায় গেল গড়াগড়ি
সিংহ অমনি ভীষণ কামড়ি' শাল করিল রক্তাক্ত।
ক্ষণপরে তপন-সম উদিলেন পিরামুস নরহরি;
দেখিলেন তাঁহার প্রিয়তমার শাল সিংহনখরে নিহত!
অমনি ভাতিল তরবার তাঁহার, বুভুক্ষু ভয়াল ভল্ল
নিমেষে ভীষণ ভুজংগপ্রয়াতে ভক্ষিল ভল্ল বক্ষ!
থিসবি আছিল তুঁতগাছে গুপ্ত. হেরি এই জীবনমল্ল
প্রিয়ের ভল্ল টানিয়া কল্ল আত্মহত্যা মোক্ষ।
আর যাহা আছে নাটারংগ, সিংহ, চন্দ্র, প্রাচীর, প্রেমিক
সকলে মিলিয়া করিবে খোলসা সাংগ হইল মাংগলিক।
[অভিনেতৃবর্গের প্রস্থান]

থিসিয়াস। ভাবছি সিংহও কথা বলবে নাকি।

ডিমিট্রিয়াস। আশ্চর্য কি প্রভু? এত গাধা কথা বলছে, আর একটা সিংহ বলতে পারবে না?

স্নাউট। এই নাটকে আছে এমন ঘটনা সুচির.
যে স্নাউট আমি দাঁড়ায়ে আছি সাজিয়ে প্রাচীর!
এমন দেওয়াল আমি শুন ভদ্রমণ্ডলী,
আছে দেহে ছিদ্র এক, ফুটো কহে কোন্দলী.
এই ছিদ্রপথে করে পিরামুস ও থিসবি
গুজগুজ ফুসফুস যথা বায়স-বায়সী।
এই মৃত্তিকা, এই সুরকি-চুণ, এই ইষ্টকখণ্ড!
প্রমাণ করে আমিই সেই দেওয়াল দোর্দণ্ড।
সত্য শুনো ভদ্রজনে এই সেই ছিদ্র,
এই ফুটোয় নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ রুদ্র।

থিসিয়াস। ইঁট-পাথর এর চেয়ে ভালো বলতে পারে কখনো?

ডিমিট্রিয়াস। এমন সদালাপি সুরকি জীবনে দেখিনি প্রভু।

থিসিয়াস। পিরামুস এগিয়ে আসছে দেওয়ালের কাছে! চুপ!

[পিরামুস-এর পুনঃ প্রবেশ]

পিরামুস। হে ভয়ংকর রাত্রি! হে মসীবিনিন্দ্য রাত্রি।
হে পলাতক দিবসের সিংহাসনলোভী!
হে রাত্রি! হে রাত্রি! হায় হায় হায় ধরিত্রী!
থিস্‌বি ভুলেছে প্রতিজ্ঞা তাহার জাগিছে চিত্তে ক্ষোভ-ই।
আর তুই হে প্রাচীর, হে সুমিষ্ট, হে সুন্দর!
হে প্রাচীর, সুমিষ্ট প্রাচীর, ওহে আমার সুন্দর!
তাহার বাপের আমার বাপের গৃহের মাঝে কি করিস!
দেখা দেখি ছিদ্র তোর নহিলে পরাণ সংহারিস!
[প্রাচীরের অঙ্গুলি উত্তোলন]
ধন্যবাদ হে ভদ্র প্রাচীর, ইন্দ্র পরিস্কবেন তব শ্যাওলা!
রে দুষ্ট প্রাচীর! তব ছিদ্রে না হেরি স্বর্গ, এ কি নিয়তির
খেওলা! একি দেখাইলি? নাহি হেরি থিস্‌বি ফুল্লকমলবদন!
অভিশপ্ত তোমার গতর ধ্বসুক তব ইষ্টক গাঁথন!

থিসিয়াস। দেয়াল যা জ্যান্তো, ও উল্টে শাপ দেবে।

পিরামুস। না, না, হুজুর, বইতে ওরকম নেই। "ইষ্টক গাঁথন', হোলো থিস্‌বি-র কিউ, থিস্‌বি-র ঢোকার সময় হয়েছে! তখন এই ফুটো দিয়ে আমি তাকে দেখতে পাবো। দেখবেন, সব দেখবেন যেমন বলছি ঠিক তেমন ঘটবে। ঐ যে আসছে!
[থিসবি-র পুনঃ প্রবেশ]

থিস্‌বি। হে প্রাচীর, বহুবার তুমি শুনিয়াছ মম বিলাপ আকুলিবিকুলি!
নির্দয় তুমি রচিয়াছ ব্যবধান প্রেমিক আর মম মাঝে;
দাড়িম্ব ওষ্ঠযুগল মম করে ইষ্টক-সনে কেলি,
তব প্রস্তর-দেউল নির্মম হয়ে স্পর্ধিত হয়ে রাজে।

পিরামুস। এ কার কণ্ঠস্বর দেখি! ছিদ্রে আঁটিব চক্ষু,
দেখিব প্রিয়ার মুখ শুনি কি না শুনি!
থিস্‌বি।

থিস্‌বি। তুমি মোর প্রিয়তম, তোমারই তরে দিন গুণি!

পিরামুস। দিন গুণিয়া হইবে কি? আমি কামোন্মত্ত,
কন্দর্প চেপেছে কন্ধে, তেমনই অনুরক্ত

থিস্‌বি। রতি-র মতই রহিব আমি, ভাগ্য বড়ই শক্ত!

পিরামুস। সূর্যদেবের মতই আমি কুন্তীদেবীর ভক্ত!

থিস্‌বি। কুন্তীদেবীর মতই আমি সূর্যদেবে যুক্ত!

পিরামুস। এই পাপিষ্ঠের ছিদ্রপথে করহ মোরে চুম্বন!

থিস্‌বি। চুম্বি শুধুই প্রাচীর-ছিদ্র ওষ্ঠ করহ লম্বন!

পিরামুস। থাক, হয়েছে! আসিবে কি তুমি বিদ্যুৎগতি নিন্দর কবরপাশে?

থিস্‌বি। জীবনমৃত্যু সাক্ষী আমার যাইব মিলন আশে!

[পিরামুস ও থিস্‌বি-র প্রস্থান]

প্রাচীর। প্রাচীরের পাট হেথায় সাংগ হইল,
তাই প্রাচীর এবার অন্যত্র চলিল! [প্রস্থান]

থিসিয়াস। একি! দুই পরিবারের মধ্যেকার চীনের প্রাচীর চলে গেল যে!

ডিমিট্রিয়াস। কি আর করা যাবে প্রভু? দেয়াল যদি আচমকা কথাবার্তা বুঝতে শুনতে শুরু করে তবে ওকে ধরে রাখা যায় কি করে?

হিপোলিটা। এমন বাজে মাল জীবনে শুনিনি।

থিসিয়াস। শ্রেষ্ঠ যে নাটক সে-ও তো জীবনের ছায়া মাত্র। নিকৃষ্টকেও শ্রেষ্ঠ করা যায় কল্পনার রং-এ রাঙিয়ে!

হিপোলিটা। কার কল্পনা? অভিনেতা, না দর্শক? এ ক্ষেত্রে দেখছি দর্শকের কল্পনা ছাড়া গতি নেই, কারণ অভিনেতাদের ও বস্তুটি নেই।

থিসিয়াস। নিজেদের ওরা নিকৃষ্ট মনে করে; প্রতিদানে সেই বিনয়ের অসম্মান করলে তার চেয়েও ওদের ছোট করা হবে। সে অপমান না করে দেখ—ওরা সরল, মহৎ মানুষ। এই যে আসছে দুই মহৎ পশু, একজন সিংহ অন্যেকজন মানুষ।

[সিংহ ও চাঁদ মামার পুনঃপ্রবেশ]

সিংহ। মহিলাবৃন্দ! আপনাদিগের হৃদয় বড় কম্পিত, হে সুন্দরি
ভীত সে হর্ম্যতলে হেরি ক্ষুদ্র ছুচুন্দরী!
এক্ষণে সে হৃদয়ে বাজে ত্রাসের শম্ভু ডম্বরু,
কারণ জলজ্যান্ত সিংহ হেথায় লাগায় লম্ফঝম্পরু!
তাই ঘোষি পূর্বাহ্ণে আমি স্নাগ নামে মিস্তিরি!
নহি আমি সিংহ সত্য, নহি আমি সিংহের ইস্তিরি।

সিংহের শুধু চামড়া-মোড়া ; হইয়া সত্য হিংস্র সিংহ
আসিতাম যদি হইত পাপ, হইত রসভংগ।

থিসিয়াস। বাঃ কি ভদ্র জন্তু! সিংহেরও বিকেটিবেক থাকে তাহলে!

ডিমিট্রিয়াস। আজ পর্যন্ত এমন শান্তশিষ্ট পশু দেখিনি!

লাইস্যাণ্ডার। এই সিংহ দেখছি বীরত্বে শৃগাল।

থিসিয়াস। হ্যাঁ, আর জ্ঞানগম্যিতে পরমহংস।

ডিমিট্রিয়াস। উপমাটা ঠিক হোলো না প্রভু, শৃগাল সুযোগ পেলেই হংস ধরে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে যায়। এর বীরত্ব তো কই জ্ঞানগম্যির ভার বইতে পারছে না।

থিসিয়াস। আবার জ্ঞানগম্যিও ঠিক বীরত্বকে উয়ে দিতে পারছে না, শৃগাল হংসে যে আদা-কাঁচকলায়। যাক্ উপমা বাদ দাও ; ওর জ্ঞানগম্যির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। এবার চাঁদ কি বলে শুনি।

চাঁদমামা। এই হের লণ্ঠন—ষোলোকলা চন্দ্র—

ডিমিট্রিয়াস। কলাগুলো নিজেই খাওনা!

থিসিয়াস। খেয়েছে, খেয়েছে, কলা খেয়েছে খানিকটা। পূর্ণশশীকলার খানিকটা এখনও অদৃশ্য হয়ে আছে, ও খেয়েছে সেটুকু।

চাঁদামামা। এই হের' লণ্ঠন ষোলকলা চন্দ্র,
এ দাস যেন চাঁদমামা চন্দ্রলোকে বন্ধ।

থিসিয়াস। এ হে হে, বিসমিল্লায় গলদ! চন্দ্রলোকে বন্ধ যদি তবে লণ্ঠনের মধ্যে ঢুকুক ; নইলে চাঁদমামা বলে মানবো কেন?

ডিমিট্রিয়াস। ভেতরের জ্বলন্ত সলতেটার ভয়ে কাছে ঘেঁষছে না। দেখছেন না? সলতের অনল একেবারে কোপানল হয়ে দাউ দাউ করছে।

হিপোলিটা। এ চাঁদ আমার ভাল লাগছে না! অমাবস্যা হয় না কেন?

থিসিয়াস। ওর জ্ঞানালোকের স্বল্পতা দেখে অনুমান করছি কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে ; তবু ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে অপেক্ষা করাই উচিত।

লাইস্যাণ্ডার। বলো, চাঁদমামা।

চাঁদমামা। বলতে চাই এইটুকু, এই লণ্ঠনটা চাঁদ, আমি চাঁদমামা ; এই মনসাকাঁটা, চাঁদের কলংক, এই কুত্তা আমার বাহন।

ডিমিট্রিয়াস। দ্যেৎ, এ সবই তো তাহলে লণ্ঠনের মধ্যে থাকবে বাইরে, কেন?
এই, চুপ, থিস্‌বি আসছে।

[থিস্‌বি-র প্রবেশ]

থিস্‌বি। এই হেথা সমাধি নিনু-র, কোথা মোর প্রিয়?

সিংহ। [গর্জন করিয়া] হালুম!

[থিস্‌বি-র দ্রুত পলায়ন]

ডিমিট্রিয়াস। বাঃ সিংহ! কি গর্জন!

থিসিয়াস। বাঃ থিস্‌বি! কি ধাবন!

হিপোলিটা। বাঃ চাঁদ! কি জ্বলন! না সত্যি, এ চাঁদের আলোর বাহার আছে!

[সিংহ কর্তৃক থিস্‌বি-র শাল দলন ও প্রস্থান]

থিসিয়াস। বাঃ, সিংহের কি প্রতাপ! যেন ইঁদুর ধরছে

ডিমিট্রিয়াস। তারপরই এল পিরামুস!

লাইস্যাণ্ডার। পিরামুস কি! সিংহের মামা ভোম্বলদাস! তাই তো সিংহ হওয়া!

[পিরামুস-এর পুনঃ প্রবেশ]

পিরামুস। হে মধুর চন্দ্রমা, সূর্যালোকে প্লাবিছ জগৎ!
ধন্যবাদ প্রদানি তোমা, কিরণরাশির মূল্য নগদ!
তব করোজ্জ্বল জ্বল জ্বল সমুজ্জ্বল কজ্জলে,
দেখিব প্রাণের থিসবিরে মম আর কয়েক মুহূর্ত গেলে।
কিন্তু তিষ্ঠ! এ কি ব্যাগেড়া!
এ কী দেখি আমি বেচারা!
একি দুঃখের ফাঁস!
নয়ন, দেখিছ কি?
হায় প্রিয়া প্রাণের হাঁস!
তব শাল মখমল
রক্তে যে ছলছল!
কোথা আছ যম ভয়ংকর?
লও মৃত্যু ত্বরা করি,
জীবনসূত্র ছিন্ন করি,
ভুঙ্গো, ঝঙ্গো, খঙ্গো, প্রভঙ্গো, প্রলয়ংকর!

থিসিয়াস। এই আবেগের সঙ্গে যদি বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ যোগ দেয়া যায়, তবে হয়তো থামচে খানিকটা চোখের জল বার করাও যেতে পারে।

হিপোলিটা। হতে পারে আমি দুর্বলচিত্ত, কিন্তু লোকটার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে!

পিরামুস। কি হেতু হে প্রকৃতি সৃজিলা সিংহশাবকে?
সেই সিংহ আজি ঝলসিল মম জীবনপুষ্প হিংসার পাবকে!
সেই জীবনপুষ্প, মম প্রিয়া, আছে– না, না, ছিল—মোর হৃদয় মধ্যে; থাকিত, হাসিত, খেলিত, প্রেমিত, প্রত্যহ জীবনযুদ্ধে।

এস, অশ্রু, খ্যাপাও মোরে,
এস অস্ত্র; আঘাতো সমরে,
পিরামুসের বক্ষ;
হ্যাঁ, এই বামদিকের বক্ষে
যাহা হৃৎপিণ্ড রক্ষে
[নিজবক্ষে অস্ত্রাঘাত]
এই মরিলাম, এই মরিলাম, এই হইলাম যক্ষ!
এখন আমি আকাট মৃত,
এখনো আমি অসংস্কৃত;
প্রাণপক্ষী উড়িছে ঐ আকাশে!
জিহ্বার জ্যোতি নিভিয়া গেল!
চন্দ্র ঐ ছুটিয়া পলাইল! [চাঁদমামার প্রস্থান]
গেল, গেল, সব গেল!
এবার মরিতেছি, মরিতেছি, মরিতেছি, মরিতেছি, মরিলাম!
[মৃত্যু]

ডিমিট্রিয়াস। বালাই ষাট, মরবে কেন? মৃত্যুর উপর টেক্কা মারো!

লাইস্যাণ্ডার। টেক্কা দেবে কি করে ভাই? ও তো মরে গেছে। অন্যের তুরুপের পিঠে টেক্কা দিয়ে বসে আছে।

থিসিয়াস। ডাক্তার টাক্তার ডাকতে পারলে এখনো হয়তো বেঁচে উঠতে পারে; তারপর টেক্কা না হোক গাধা সেজে এক্কা টানতে পারে।

হিপোলিটা। আচ্ছা, এটা কি হোলো? থিস্‌বি ফিরে এসে প্রেমিকের দেহ আবিষ্কার করার আগেই চাঁদ ভেগে পড়লো যে!

থিসিয়াস। তাহলে বোধহয় তারার আলোয় হবে। এই যে আসছে, এবং ওর অনুশোচনার সঙ্গেই নাটক শেষ।

[থিস্‌বির পুনঃপ্রবেশ]

হিপোলিটা। অমন একখানা পিরামুস-এর জন্যে খুব বেশি অনুশোচনা করটা ভাল হবে কি? ছোট করে সারলেই বাঁচা যায়।

ডিমিট্রিয়াস। পিরামুস আর থিস্‌বি-র মধ্যে অভিনেতা হিসেবে ফারাকটা ধূল পরিমাণ। যদিও একজন পুরুষের পার্টে, আর একজন মেয়ের। হায় ভগবান! যেমন পুরুষের মতন পুরুষ, তেমনি পুরুষের মতন মেয়ে।

লাইস্যাণ্ডার। ঐ পদ্মনয়নের দৃষ্টি হেনে ইতিমধ্যে দেহটা দেখে ফেলেছে!

ডিমিট্রিয়াস। এবং ধর্মবতারের এজলাসে অধীনের ফরিয়াদ এইবার শুরু হবে।

থিস্‌বি। ঘুমায়ে রয়েছ প্রিয়তম?

একি! মরেছ, পায়রা মম?

হে পিরামুস, ওঠো!

কথা কও, কথা কও! রয়েছ বোবা?

মরেছে, মরেছে, হারায়েছে শোভা!

চাপিয়াছে সমাধির মুঠো!

এই নিমীলিত কমল চক্ষু,

এই বিম্বাধরোষ্ঠ ইক্ষু,

হলুদ গাঁদার প্রায় কপোল,

নাই, আর নাই, পেয়েছে ক্ষয়

কাঁদো, কাঁদো, প্রেমিকনিচয়,

চক্ষু আছিল যেন সবুজ শাপল!

হে ডাকিনী যোগিনী!

এস ডাকে অভাগিনী!

দুগ্ধফেননিভ হস্ত লয়ে;

ডুবাও হস্ত রক্তস্রোতে

প্রিয় মোর নিহত তোমাদেরি হাতে,

কাটিয়াছ জীবন রেশম বৃহৎ কাঁচি লয়ে।

জিহ্বা, কথা কয়ো না আর ;

এস বিশ্বস্ত তরবার !

দাও মোর বক্ষযুগল ঘাঁটায়ে !

[নিজবক্ষে অস্ত্রাঘাত]

চলিলাম বন্ধুগণ !

এবার শমন -ভবন !

ছাড়ি দাও মোরে শেষ বিদায়ে ! [মৃত্যু]

থিসিয়াস। বংশে বাতি দিতে রইলো এখন চাঁদ আর সিংহ।

ডিমিট্রিয়াস। আর দেয়াল রইলো।

বটম্। [হঠাৎ উঠিয়া] না, না, দেয়াল আর নেই। এদের পরিবারের মাঝখানে যে দেয়াল ছিল সেটা ভেঙে গেছে। এখন পরিশিষ্টটা শুনবেন দয়া করে ? নাকি আমাদের দুই নাচিয়ের খ্যামটা দেখবেন ?

থিসিয়াস। পরিশিষ্টের দরকার নেই, তোমাদের নাটকের পক্ষে কোনো ওকালতির প্রয়োজন নেই। ওকালতি কক্ষণো করবে না, অভিনেতারা যখন মরে ভূত, কেউ অবশিষ্ট নেই, তখন পরিশিষ্ট দিয়ে কি হবে ? কি জানো, যিনি এ নাটকের রচয়িতা তিনি নিজেই যদি পিরামুস-এর ভূমিকায় নামতেন এবং থিস্‌বি-র মোজা গলায় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়তেন, তবে সত্যি একটা করুণ রসঘন নাটক হোতো। তবু বেশ হয়েছে, অভিনয়টা খুব ভাল হয়েছে। লাগাও, খ্যামটা লাগাও, পরিশিষ্ট শিকেয় তোলা থাক। [নৃত্য]

মধ্যরাত্রির বাতব কণ্ঠ দেউড়ি থেকে বলছে হেঁকে,

যামিনী গভীর ! চলো, শুয়ে পড়ি সবাই।

গভীর নিশীথে পরীদের অধিকার, মন্ত্রমুগ্ধ মুহূর্ত !

রাত্রি যেমন কেটেছে প্রায় আনন্দ-জাগরণে,

তেমনি আবার সমাগত প্রভাতে নিদ্রায় হবো অচেতন।

উদ্ভট এই নাটক দেখে অজান্তেই কেটেছে কাল,

স্খলিত চরণ এগিয়েছে রাত্রি ক্লান্ত পদক্ষেপে।

চলো যাই শয্যায়। পনেরো দিন চলবে উৎসব,
প্রতিরাত্রি আনন্দমুখর নিশ্চিত কলহাস্যে।

[সকলের প্রস্থান। পাক্-এর প্রবেশ]

পাক্। এখন দূরে ক্ষুধার্ত সিংহের গর্জন,
চাঁদের পানে নেকড়ে-বাঘের বিলাপ ;
ক্লান্ত কৃষকের নাসিকার তর্জন,
সাঙ্গ দিনের শ্রান্ত কার্যকলাপ।
শীতের আগুন নিভু নিভু রক্তিম আভায়
নিঃসঙ্গ প্যাঁচা ডাকে তীক্ষ্ণ চীৎকারে,
শোকাচ্ছন্ন যে জন কাতর নিদ্রাহীন শয্যায়
মরণভয়ে কেঁপে উঠে ইষ্টনাম করে।
এই সেই মুহূর্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,
প্রান্তরের কবরগুলো হাঁ করে মুখ আক্রোশে
বেরিয়ে আসে প্রেতাত্মারা দিনে যারা প্রচ্ছন্ন,
ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ের পথে ভৌতিক অট্টহাসে।
আমরা যক্ষ, আমরা পরী, ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে
তিন ডাকিনীর শাপের ভয়ে শুধুই চলার তাড়া,
সূর্যের রোষের দৃষ্টি কাঁপায় মোদের ত্রাসে,
অন্ধকারের পশ্চাতে স্বপ্ন-সম ঘোরা।
রাত্রি মোদের খেলার সময় উন্মাদনার খেলা,
এই শূন্য দেউল থাকবে শুধু শান্তিসুখের মেলা।
ঝাটা হাতে ভৃত্য আমি যক্ষরাজের আদেশে,
ধুলো ঝাড়বো আনাচেকানাচে দরজা-কপাট পাশে।

[ওবেরন, টিটানিয়া ও অনুচরবর্গের প্রবেশ]

ওবেরন। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দাও আলোকমালার রাশি ;
উৎসবদীপ মৃতপ্রায় ঢুলছে জ্বরের ঘোরে ;
যক্ষ, পরী, নৃত্যছন্দে ঘোরো আঁধার নাশি,
মালতীলতায় মুক্ত পাখী যেমন ছন্দে ওড়ে।
কণ্ঠে তোলো গুণ গুণ গান,
নৃত্য করো মুক্ত প্রাণ।

টিটানিয়া। দেখিস যেন ভুল না হয় গানের একটি স্বরে,
প্রতি তানকে স্পন্দিত কর্ মীড় গমক সুরে ;
নৃত্যে তোদের প্রাণ ঢেলে দে হাতে হাত ধরে,
নূপুর থেকে আশীর্বাদ পড়ুক গৃহে ঝরে।

[নৃত্য ও গীত]

ওবেরন। এখন থেকে উষার আলো যতক্ষণ না ঝরে,
যারে পরী ছুটে যা এ গৃহের ঘরে ঘরে,
প্রত্যেকের ফুলশয্যা করবো মোরা মন্ত্রঃপূত,
অনাগত শিশু হবে কল্যাণময় শুভ-সূত,
তেমনি থাকবে পিতামাতা পরস্পরের অনুগত,
সুস্থ সবল নিটোল হবে শিশু ওদের অনাগত
মাঠের তৃণের শিষ থেকে চুঁইয়ে আনা এই শিশির
ছিটিয়ে দেবে ঘরে ঘরে নিদ্রামগ্ন শয্যা শিশির ;
এতেই আছে শান্তিমন্ত্র অশেষসুখ ভবিষ্যতে
যা রে ছুটে, করিস দেখা প্রভাতলোক সমাগত।

[ওবেরন, টিটানিয়া ও অনুচরবর্গের প্রস্থান]

পাক্। ছায়াজগতবাসী মোরা, দিয়েছি কি কষ্ট খুব ?
মনে ভাবুন এইটুকু তবেই আবার হৃষ্ট রূপ ;
ভাবুন না কেন চোখে হঠাৎ লেগেছিল তন্দ্রাঘোর,
যা দেখেছেন সবই খেয়াল, সবই স্বপ্ন, মায়ার ঘোর ?
অক্ষম এই নাটকখানা, ঠাকুরমার এই রূপকথা,
খেয়ালখুশীর বিদ্রোহ এ, চৈত্ররাতের স্বপ্নগাথা।
দয়া করুন, বকবেন না, আমরা বড় অভাজন,
ভবিষ্যতে সত্যি গল্প করবো মোরা উত্থাপন !
তবু সব মিথ্যাই কি মিথ্যা নাকি ? সব সত্যি কি সত্যি ?
মনের ভেতর ছায়ার জগৎ নেই কি একরত্তি ?
সর্পাঘাতে না যদি মরি, কিম্বা জলে ডুবে,
খুব শিগ্‌গির পুনরায় দেখা হবেই হবে ;
নইলে আমি মিথ্যাবাদী ! নমস্কার ! নমস্কার !
রবিন আমি বলছি দেখা হবে পুনর্বার। [প্রস্থান

॥ সমাপ্ত ॥